ব্রাহ্ম-সমাজের আদিচিত্র

ও

পরলোক-তত্ত্ব

ব্রাহ্মসমাজের আদিচিত্র

ও

পরলোক-তত্ত্ব

শ্রীরাজলক্ষ্মী দেব্যা

মূল্য ৸৹ বারো আনা

প্রকাশক

শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি

রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়

১৪।১বি ভুবনমোহন সরকার লেন

কলিকাতা।

১৫ই কার্ত্তিক ১৩৪৪

প্রিণ্টার—শ্রীমিহির চন্দ্র ঘোষ

নিউ সরস্বতী প্রেস

২৫।৩এ শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

লেখিকার নিবেদন

আমাকে শান্তিপুরের কেহ কেহ আমার জীবনকথা লিখিতে অনুরোধ করেন। আমার জীবনে এমন বিশেষত্ব নাই যে আমি আমার জীবন কথা লিখিব এই কথা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম। গতবৎসর পৌষমাসে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি আমাকে আমার জীবন কথা লিখতে বলছেন কেন? তাহাতে তিনি বলিলেন, "ডাক্তার শ্রীযুৎ সুন্দরী বাবুদের কথা থাকিবে বলিয়া" ইহার অল্পদিন পরে আমি কলিকাতা গিয়া শ্রীযুৎ সুন্দরীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করি, সেই সময় তিনি শ্রীহট্ট সম্বন্ধে কিছু লেখা দিতে বলেন, আমি যা জানিতাম পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, ইহা যে বই হইবে তাহা মনেও ভাবি নাই, ইহা পারিবারিক ডায়ারী ভাবেই ছিল। আমার পুত্র শ্রীমান্ সুধাকৃষ্ণ গ্রন্থাকারে ছাপাবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমি আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ গোপীকৃষ্ণকে লিখিলাম, সে আনন্দের সঙ্গে ছাপার খরচ দিতে ইচ্ছা করিল। সেই ডায়ারীতে আমার ১৩০১ সালের ছেঁড়া খাতার দু'পাতা এবং কিছু কিছু ব্রাহ্ম-সমাজের ১২৭০।৭১ সালের কথা যোগ করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের আদিচিত্র ও পরলোক-তত্ত্ব নামে প্রকাশিত হইল।

এবং কতক ডায়ারীর লেখা তীর্থচিত্র বলিয়া প্রকাশিত হইবে। তাহা আর এই পারিবারিক গ্রন্থ মধ্যে যুক্ত করিলাম না। আমি যেমন লিখি না কেন তীর্থচিত্র আমি সকলের হাতে দিতে পারিব। ডায়ারীতে কতক বিষয় কাটা থাকা সত্ত্বেও প্রকাশকের শরীর বিশেষ অসুস্থ থাকায় ছাপা হইয়াছে দেখিলাম তাহাতে বড় লজ্জিত হইতে হইয়াছে। ভবিষ্যতে তাহা সংশোধনের ইচ্ছা রহিল।

ভাদ্র ১৩৪৪ সাল
বেজপাড়া, শান্তিপুর

শ্রীরাজলক্ষ্মী দেব্যা

উৎসর্গ

যিনি

ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচার ব্রতে আপনাকে বরণ করিয়া

সেই ব্রত উদযাপনে

অশেষ দরিদ্রতায় দুঃখ কষ্ট পাইয়াছিলেন

সেই কর্ম্মবীর আদি প্রচারক

স্বর্গীয় গণেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়

এবং তাঁহার স্বর্গগতা সহধর্ম্মিনী

কমলকামিনী দেবীর

পারলৌকিক পবিত্র আত্মার উদ্দেশে

এই

ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রীতি ও ভক্তির

নিদর্শনরূপে গ্রন্থকর্ত্রী কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত হইল।

আষাঢ় ১৩৪৪ সাল
বেজপাড়া, শান্তিপুর

শ্রীরাজলক্ষ্মী বাগচী

ব্রাহ্মসমাজের আদিচিত্র

ও

পরলোক-তত্ত্ব

প্রভু যীশু

আজ সর্ব্বাগ্রে তোমাকে ভক্তি অর্ঘ্যপ্রণামাদি দ্বারা পূজা করিতেছি। কেননা, আমার জীবনস্রোত লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর হিল, ওয়ারডেন ও ট্রইন সাহেব মহোদয়গণের স্থাপিত শান্তিপুর রামনগর বালিকা বিদ্যালয় হইতে ঐ স্কুলের শিক্ষয়িত্রী যদি যত্ন করিয়া আমাকে স্কুলে লইয়া না যাইতেন তাহা হইলে লেখাপড়া করিয়া সংগ্রন্থ পাঠ পূর্ব্বক আজ এই অতি বৃদ্ধ বয়সে বিমলানন্দ লাভ করিবার সুযোগলাভ হইত না। মিশনারী সাহেব মহোদয়গণ শান্তিপুরে একশত বৎসরের অধিককাল স্কুল স্থাপন করিয়া সকল প্রকারে স্কুলকে শোভন সুন্দর করিয়া শান্তিপুরের চতুঃপার্শ্বে যে জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তার করিয়া সকলের নিকট যে কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন

সে ঋণ অপরিশোধনীয়! স্বদেশী আন্দোলনের সময় কয়েকটী দুর্দ্দান্ত ছেলের অমানুষিক অত্যাচারে তাঁহারা চিরদিনের মতন স্কুল তুলিয়া দিয়া এস্থান হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আর সেই সব দুঃখের বার্ত্তায় কি হইবে!

প্রভু যীশু! তুমি পবিত্র আত্মারূপে যিহুদা দেশের অজ্ঞান অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া আলোক বিকীর্ণ করিবার জন্য প্রায় দুই সহস্র বৎসর গত হইল বৈৎলেহমে কুমারী মেরীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া যিহুদাজাতিকে প্রকৃত জ্ঞানের পথ দেখাইয়া দিয়া রক্ষা করিয়াছিলে!

পবিত্র স্বর্গীয় দূত মেরীর বাগদত্তা পতিকে এবং মেরীকে দর্শন দিয়া বলিয়া গেলেন, যোশেফ! তোমার বাগদত্তা পত্নীর গর্ভে পবিত্র আত্মা জন্ম গ্রহণ করিলেন, তিনিই যিহুদা দেশের রাজা ও ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র।

এক দিবস মেরী ও যোশেফ যিহুদা দেশের ন্যাসারেথ নগরের বৈৎলেহমে পর্ব্বোপলক্ষে গমন করিলে সেই সময় অতিথি-শালাতে গোয়ালঘরে যীশু জগতে অবতীর্ণ হইলে, ঐ জন্মদিন প্রেমপূর্ণ বড়দিন বলিয়া পালনীয় হইল। হেরড রাজার ভয়ে গরুর জাব খাইবার নাদার মধ্যে লুকাইয়া রাখা হইল। স্বর্গীয় দূত দর্শন দিয়া বলিয়া গেলেন, গভীর রাত্রিতে একটী উজ্জ্বল তারা দেখিতে পাইবে সেই তারা যে দিকে গমন করিবে তোমরা

তারার সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকে গমন করিয়া তারার গতি রোধ হইলে তোমরা সেই স্থানে ইজিপ্টে শিশু লইয়া বাস করিও; তাঁহারাও তারার সহিত যাইয়া ইজিপ্টে থাকিলেন। হেরড রাজা দৈব বাণীতে জ্ঞাত হইলেন য়িহুদীদের রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এই সংবাদে য়িহুদাদেশের সকল শিশু বধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হিন্দু ধর্ম্মের সহিত খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের সাদৃশ্য এক, হিন্দুরা বলেন গুরুদেব ভগবৎ সন্নিধানে লইয়া যাইবেন। খৃষ্টিয়ানরা বলেন যীশু লইয়া যাইবেন।

তিনি পিতামাতার সহিত প্রতি বৎসর নিস্তার পর্ব্বদিনে জেরুশালেমের ধর্ম্মমন্দিরে যাইতেন। একবার ১২ বৎসর বয়সের সময় পিতা মাতার সহিত জেরুশালেমের ধর্ম্ম মন্দিরে গিয়াছিলেন, দেবতার পূজান্তে পিতামাতা গৃহাভিমুখে আসিতে আসিতে দেখেন, যীশু সঙ্গে আসেন নাই তখন পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়া গিয়া দেখেন ১২ বৎসরের বালক যীশু পণ্ডিত-মণ্ডলীর ও গুরুজনদের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইয়া শাস্ত্র পাঠ শ্রবণ ও ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন। অনন্তর তিনি পিতামাতার সহিত নাসরেতে আসিয়া বুদ্ধি ও আত্মাতে শক্তিমান হইতে লাগিলেন।

জন্মাবধি যীশুর মন জ্ঞানে ধর্ম্মে উজ্জ্বল ছিল। তিনি জনের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ৪০ দিন অনাহারে পর্ব্বতে ঈশ্বরারাধনা

করেন। জনও অন্নাহার করেন নাই, যীশুও অন্নাহার করেন নাই। বনের ফল, মধু রুটী এই সকল কিছু কিছু আহার করিতেন। যীশু অল্প বয়স হইতেই ধর্ম্ম প্রচার করিতেন তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সকল জগতের মহোপকারী। তিনি জগতে অনেক অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতর, আন্দ্রীয় প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর শিষ্য ছিল। তাহার মধ্যে প্রিয় শিষ্য যীহুদা কুড়ি টাকা লইয়া য়িহুদীদের নিকট সঙ্কেত দ্বারা তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়া আত্মগ্লানিতে অভিভূত হইয়া অন্তর্দ্দাহের টাকা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আত্মহত্যা করিল।

প্রভু যীশু ধরা পড়িবার অগ্রেই শিষ্যদের নিকট বলিয়াছিলেন, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে য়িহুদীদের কাছে ধরাইয়া দিবে। সকলেই বলিল হে গুরু! সে কে? তিনি আর কিছুই বলিলেন না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে পর্ব্বতে উঠিলেন, মনে কষ্ট হইতেছিল, প্রার্থনার সময় বড় বড় রক্তের ফোঁটার ন্যায় গা হইতে ঘাম নির্গত হইতেছিল। প্রার্থনার পর নিজ হস্তে ভাল করিয়া শিষ্যদের ভোজন করাইলেন। শিষ্যমণ্ডলী সহ আসিতে য়িহুদা পরম সাদরে তাহাকে চুম্বন করিল। যীশু য়িহুদাকে কহিলেন, য়িহুদা! চুম্বন দ্বারা কি মনুষ্য পুত্রকে ধরাইয়া দিতেছ? আর য়িহুদীরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া মাথায় কাঁটার মুকুট পরাইয়া দিল, কাপড়

কাড়িয়া লইয়া স্ফূর্ত্তী খেলা করিল। গায়ে থুতু দিতে লাগলো, কত বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

অতঃপর তাঁহাকে পিলাতের হস্তে দিল। তিনি বিচার করিয়া দোষ দেখিতে না পাইয়া ছাড়িয়া দিতে কহিলেন। যিহুদীরা কিছুতেই ছাড়িল না, তাঁহাকে দিয়া ক্রুশ বহন করাইয়া লইয়া গেল, হাত পা পেরেকে বিদ্ধ করিয়া ক্রুশে দিল। ক্রুশের দুইদিকে দুইজন মহাপরাধীকে ঝুলাইয়া দিল। যীশু গলা শুষ্ক হইলে জল চাহিলেন, অখাদ্য জল, নরঘাতরা তাঁহার মুখে অর্পণ করিল। সেই জল পান করিয়া যীশু কহিলেন, সমাপ্ত হইল এবং ভগবানে নত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। এইরূপে এই মহাধর্ম্মবীর জগৎ হইতে পরম পিতা ৺ভগবানের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই দিন, গুডফ্রাইডে বলিয়া জগতে তাঁহার মৃত্যুর স্মৃতি ঘোষণা করিল।

মৃত্যুর পর যিহুদীদের অনুমতি লইয়া শিষ্যেরা তাঁহার মৃত দেহ কবর দিল। তিনি তিন দিবস পরে কবর হইতে উত্থিত হইয়া শিষ্য ও ভক্তদের দর্শন দিলেন। পরেও দুই একবার হঠাৎ আভির্ভূত হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন। অতঃপর ক্রমে কোথায় মিলাইয়া গেলেন, রহিল কেবল স্মৃতির সৌরভ!

শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রবর্ত্তক পত্রিকায় প্রভু

যীশু বলিয়া যে নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

আলোকের বার্ত্তাবহ

তব পুণ্য জন্মদিনে পরম শ্রদ্ধায় তোমারে প্রণাম করি
পুষ্পাঞ্জলী দিয়া,
অর্দ্ধ জগতের তুমি আরাধ্য দেবতা, সমগ্র বিশ্বের তুমি
ধ্যানের প্রদীপ।
বোধিসত্ত্ব সমছিলে সত্য সাধনায়, ভাগবত-ছন্দে গাঁথা
জীবন তোমার,
এসেছিলে স্বর্গ হতে প্রভুর তনয়, আলোকের বার্ত্তাবহ
মৃত্যুঞ্জয় শিব।
অহিংসার হোমানলে আত্মাহুতি দিয়া মানবতা দেখায়েছ
মানব জাতিরে,
মহান্ আদর্শ রাখি হে মৌন পূজারী! ব্রত তব উদ্‌যাপন
করেছ হরষে।
অত্যাচার, অবিচার, নিন্দা কুৎসা যত, দুই হাতে কুড়ায়েছ
অতীব আনন্দে,
পাপের নিয়েছ বোঝা পাপীরে তরাতে, তাহারে করেছ ধন্য
প্রেমের পরশে।

ক্রুশবিদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় হে মহাবৈষ্ণব! প্রশান্ত আননে কহ—
ওরাতো জানে না।
অবোধ সন্তান তব ভ্রমেতে পতিত, উহাদের ক'র ক্ষমা
হে পিতঃ আমার"
দীর্ণ বেদনার মাঝে এ কথা মানব পারে না কহিতে কভু
কঠোর পেষণে,
প্রাচ্যের পবিত্র বাণী প্রচারিয়া যীশু ঘুচায়েছ প্রতীচ্যের
অজ্ঞান আঁধার;
এ বিশ্ব-মন্দিরে তুমি নিত্য বরণীয়, তোমার জীবন গ্রন্থে
বেদমন্ত্র রহে।
তোমার পূজার পুষ্প শাশ্বত সুন্দর—যুগ হ'তে যুগান্তরে
গন্ধ তার বহে।

রাজা রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজ

ভারত তামসিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে ধর্ম্মবীর রামমোহন রায় বেদান্তের একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উজ্জ্বল পতাকা ভারতে উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন।

হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে ইনি ১১৮১ বাংলা সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। রাজা রামমোহন রায়ের পিতৃকুল বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। মাতৃকুল শৈব মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। এক সময় তাঁহার মাতৃদেবী পিতৃভবনে গমন করিলে পিতা শিব পূজার নির্ম্মাল্য বিল্বপত্র দৌহিত্রের হস্তে অর্পণ করিলে শিশু রামমোহন তাহা চর্ব্বণ করিতেছিলেন, ইহাতে রামমোহনের জননী রোষভরে শিশুর মুখ হইতে বিল্বপত্র বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। ইহাতে মাতামহ শিশু দৌহিত্রকে এই অভিশাপ দিলেন যে, এই পুত্র কালে বিধর্ম্মী হইবে! ইহাতে রামমোহনের জননী ভীতা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে পিতৃচরণে নিপতিতা হইলেন। পিতা ক .লেন, আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, তবে বিধর্ম্মী

হইলেও দেশপূজ্য ও রাজপূজ্য হইবে এবং চিরদিন নাম দীপ্ত হইয়া থাকিবে।

ইনি অল্পদিনে নানা ভাষা শিক্ষা পূর্ব্বক কাশীতে গমন করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একেশ্বরবাদের বিমল জ্যোতিঃ হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল।

কেমন করিয়া এই জ্যোতিতে দেশকে উদ্ভাসিত করিবেন এই ভাবনায় মগ্ন হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ১৬ বৎসর। বাংলা ১১৯৭ সালে দেশে প্রত্যাগত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিলেন ইহাতে পিতা পুত্রকে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ষোল বৎসরের বালক ধর্ম্মানুসন্ধানে তিব্বতে উপস্থিত হইলেন, সেইস্থানেও নানাবিধ অসুবিধা ও কষ্ট পাইয়াছিলেন। একমাত্র তিব্বতের মহিলাদের যত্নে সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন পরে পুনরায় পিতার গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, পিতা পুত্রকে গৃহে স্থান দিলেন। তিনি একান্ত প্রাণে একেশ্বর বাণী প্রচার, শিক্ষা, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ নিবারণ, দেশের নানাপ্রকার কুপ্রথা নিবারণের জন্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি গদ্য সাহিত্যের আদি লেখক এবং নিজ অর্থে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষার জন্য কলিকাতায় একটী বিদ্যালয় ও মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন।

তিনি প্রতিদিন অর্দ্ধ ছটাক তৈল অনেকক্ষণ দেহে মর্দ্দন পূর্ব্বক তোয়ালে দিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিয়া স্নান করিতেন। একসঙ্গে কাঁদি কাঁদি ডাব খাইতে পারিতেন।

১২৩৭ সালে দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে রাজা উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশের কোন কার্য্যে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন সেই স্থানে দুই তিন বৎসর অবস্থিতির পর ৫৮ বৎসর বয়সে বিলাতে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এই ধর্ম্মবীর পরলোক গমন করেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে গমন করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের কবরের উপর স্মৃতি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

ইনি কলিকাতায় যে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা শ্রীমৎ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর উপাসনাদি দ্বারা জীবিত রাখিয়াছিলেন। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আদি ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। ভক্তি-ভাজন আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহর্ষির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দ নাম দিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র জ্বলন্ত উৎসাহে অগ্নিময় বাণীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবল শক্তিতে দণ্ডায়মান হইল।

মহর্ষি ঈশ্বর দর্শন বাসনায় হিমালয়ের পর্ব্বত গুহায় যোগ মগ্ন হইলেন। সেই স্থানে পরমাত্মার দর্শন লাভ করিয়া আনন্দ

মনে দেশে প্রত্যাগত হইয়া মানব মনকে সেই প্রেমধারায় সিক্ত করিতে লাগিলেন। দেশ দেশান্তর হইতে কত নরনারী ছুটিয়া আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বাণী ঘোষিত হইল।

রাজা রামমোহন রায় ধর্ম্মজীবনের যে ভিত্তি তৈয়ার করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতের চতুর্দ্দিক হইতে সাধু, ভক্ত, জ্ঞানী মহাত্মাগণ আসিয়া সর্ব্বপ্রকারে সুশোভিত করিয়াছেন, প্রাচীন ভারত কত জ্ঞান ধর্ম্মে সাধু মহাত্মাগণে পরিভূষিত ছিল সেই উজ্জ্বল জ্ঞান ও ধর্ম্ম নানা কারণে লুপ্ত হইয়া অমানিশায় পরিণত হইলে, রাজা রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইয়া নব ভাবে তাহা গঠন করিয়াছেন। এক্ষণে নূতন ভারতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির আদি প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় ও ব্রাহ্ম-সমাজ। ইঁহারা কঠোর পরিশ্রমে ভিত্তি গঠিত না করিলে কখনই ভারতের এইরূপ উন্নতি হইতে পারিত না; ইহা আমাদের সকলের মনে রাখা কর্ত্তব্য। তাই ভক্তিভরে প্রণতি পূর্ব্বক রাজা রামমোহন রায় ও ব্রাহ্ম-সমাজের কথা একটু লিখিত হইল।

বাঘ আঁচড়া ও প্রাণনাথ মল্লিক

যশোহর জেলার বাঘ আঁচড়া গ্রামে ১২২৩ সালে ৺প্রাণনাথ মল্লিক জন্মগ্রহণ করেন। মল্লিক ইঁহাদের উপাধি নয়, নবাব সরকারের সনন্দ। পিতার নাম ৺কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক। পিতামহের নাম কন্দর্প নারায়ণ মল্লিক। ইঁহারা কাশ্যপ গোত্র, করঞ্জাগাই। ইঁহারা বিশাল ব্রহ্মোত্তর ভোগী। সেকালের আরবী, পারসী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। তখন ইংরেজী ভাষা প্রায় কেহ জানিতেন না। সকলেরই বেশ সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা চলিয়া যাইত, ভাবনা চিন্তা ছিল না। বেত্রবতী নদীর তটে আম কাটাল নারিকেল সুপারী গাছ ঘেরা সুশীতল স্থানে সকলে আনন্দমনে বাস করিতেন। নানাপ্রকার বাসনার প্রভাব তাঁহাদের মনকে কষ্ট দিত না, পিতা কৃষ্ণচন্দ্র তখনকার মতন শিক্ষা পুত্রকে দিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে দুর্দ্দান্ত নিয়তির প্রভাবে পিতা কৃষ্ণচন্দ্র পরলোকে চলিয়া গেলেন। ক্রমে ক্রমে কয়েকটী সন্তান (কৃষ্ণচন্দ্রের) পরলোকে গমন করিলে কেবল মাত্র কনিষ্ঠ পুত্র প্রাণনাথ জীবিত রহিলেন। প্রাণনাথ মাতাকে প্রাণ দিয়া সেবা শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা করিতেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই শান্ত হইলেন না। একমাত্র কন্যা ও জামাতা, শিশুপুত্র উমাচরণকে রাখিয়া পরলোক চলিয়া গেলেন। এক্ষণে ঐ বৃহৎ পরিবারে

তিনজন লোক অবশিষ্ট রহিলেন। মাতা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সর্ব্বদা ক্রন্দন করিতেন। ভাবেন সকলি গেল, কেউ আর থাকলো না। তখন পুত্র অনেক অনুসন্ধান করিয়া একজন বাস্তু-বিদ্যা গুণান্বিত লোককে আনয়ন করিয়া বাড়ীর চতুর্দ্দিকে লৌহের খুটী পুতিয়া হোম যজ্ঞ করিয়া বাড়ী বন্ধন করাইয়া লইলেন। সেই সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের বাণী সুদূর বাঘ আঁচড়া গ্রামে পৌঁছিল। সেই স্থানের অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাসনা করিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের প্রাণে বড় আনন্দ হইল। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ১২৭০ সালের ১০ই পৌষ বাঘ আঁচড়া গ্রামে আসিলেন এবং সেখানে অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। গোস্বামী মহাশয় বাঘ আঁচড়ায় ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিয়া নিজেই পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, পরে ঢাকার গোবিন্দচন্দ্র রায়, যশোহর জেলার মাগুরার (আধুনিক নাম অমৃত বাজার) শিশিরকুমার ঘোষ, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল এবং অমৃতলাল বসু প্রভৃতি মহাশয়েরা আসিয়া স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছেন। এবং সেইস্থানে একটী সঙ্গত-সভাও স্থাপন করিলেন। সেই সময়ে বাঘ আঁচড়া গ্রামে ডেঙ্গুজ্বরের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। ঘরে ঘরে লোককে জ্বরের যন্ত্রণায় কাতর দেখিয়া গোস্বামী মহাশয়ের দয়ালু হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি নিজের মেডিকেল কলেজের ডাক্তারী পরীক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়া বাঘ আঁচড়ায় চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া

লোকদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তিনি আম বাগানে তালপাতার চাটায়ে উপবিষ্ট হইয়া আমার মাতৃদেবী ও অন্যান্য মহিলাদের লেখাপড়া শিক্ষা দিতেন। সে আজ ৭৪ বৎসরের কথা !

গোস্বামী মহাশয় বাঘ আঁচড়া গ্রামে স্ত্রীপুত্রহীন শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ হালদার মহাশয়ের ফুলের বাগান বেষ্টিত আটচালা গৃহে সস্ত্রীক বাস করিতেন। সেই বাড়ীতে ১২৭১ সালে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ হালদার মহাশয়কে আচার্য্য পদে বরণ করিলেন। তিনি বাঘ আঁচড়ার লোকদিগকে বড় ভালবাসিতেন—মন দুঃখে কষ্টে ক্লান্ত হইলেই বাঘ আঁচড়ায় অবস্থিতি করিয়া শান্তি পাইতেন।

কিছুদিন পরে গোস্বামী মহাশয় প্রাণনাথ মল্লিক মহাশয়কে নিজ দেশ শান্তিপুরে লইয়া আসিলেন। সেখানে তিনি আন্দাজ ১২৭২ সালে এবং ইং ১৮৬৫ সালে নূতন মিউনিসিপ্যাল আফিস স্থাপিত হইলে ওভারসিয়ার নিযুক্ত হইলেন ও সমস্ত পরিবার-বর্গকে শান্তিপুর লইয়া আসিলেন। এবং শান্তিপুরে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিলেন। একদিন তর্কপ্রসঙ্গে প্রাণনাথ মল্লিক মহাশয় গোস্বামী মহাশয়কে কহিলেন, ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ মানেন না। তবে কেন আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মহাশয়দের গলায় উপবীত পরিয়াছে ? ইহাতে গোস্বামী মহাশয় সর্ব্বপ্রথমেই

উপবীত ত্যাগ করিলেন তাহাতেই ব্রাহ্মসমাজে উপবীত ধারণের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল!

গোস্বামী মহাশয় সস্ত্রীক কতদিন প্রাণনাথ মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে আগমন পূর্ব্বক আহারাদি করিয়া ভগবানের নামগানে অতিবাহিত করিয়াছেন। একবার শেষ সময়ে ১২৮৬ সালে হইবে রাত্রিতে একাকী আমাদের বেঙ্গপাড়ার বাসায় অবস্থান করিলেন, কি গম্ভীরস্বরে, "দিবা অবসান হইল কি কর বসিয়া মন" গান করিয়াছিলেন সে কথা মনে আছে। শ্রীযুৎ প্রাণনাথ মল্লিক মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধে ১২৮৮ সালের চৈত্র মাসে তিনি আচার্য্যের কার্য্য করেন। শান্তিপুরের গঙ্গার চড়া গোস্বামী মহাশয়ের বড়ই প্রীতিযুক্ত ছিল, সেইস্থানে তিনি প্রাণনাথ মল্লিকের প্রতিবেশী ও পরম বন্ধু শৈশব সাথী সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, ভুবনমোহন গুপ্ত, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে অতিবাহিত করিতেন।

গোস্বামী মহাশয়ের প্রথম জীবনের যোগ বাগ আঁচড়া ও প্রাণনাথ মল্লিক মহাশয়ের সঙ্গে।

৺কৈলাসচন্দ্র বাগছীর ইংরাজী ডায়ারী

14th July, 1882

One Post card to Babu Pramada Charan Sen, empressing my hearty sympathy with the undertaking he is about to take of publishing a journal for the juvelity people of our country.

17th July, 1882

Babu Sundari Mohan Das came to mine this afternoon, and sat down for a long time and talked on several subjects. * *

2 3rd July, 1882

Yesterday the leading members of both the sylhet and Prathana Samajs met together at the premises of the Sylhet Brahmo samaj at the instance of Babu Gangadas Sen, with a view to see if both the Samajes may be amalgamated

and formed into one body, as it was before. Several members spoke, of whom I was one and took lively interest in the discussion that followed the short service, conducted by Babu Sundari Mohan Das. He is very desirous to form the two parties into one, but as long as there are members like Prasanna kumar Guha, Durgakumar Basu and Tarini charan Majumdar, there is hardly and prospect of seeings that golden day back. We come to no definity decision about the matter.

23th. July, 1882

Babu Sundarimohan Das conducted divine Service in the mandir last evening. He appeared to be sincerein his progress. He sings very nice—his voice is sweet and melodious, and he is earnest to spread Brahmoism. The more I know him, the more I like him. * * * * *

25 th. July, 82. Tuesday.

Recived a post card from Babu Pramada Charan Sen of Calcutta, appointing me an agent

of his intended journal for the young boys and girls. I proposed to him to make me an agent, as I know, it is of inmense importance that a paper like this should be published and circulated widely for the benefit of the country.

29 th. July, 82

* * * * *

I read charming's works, and I find it invaluable, a book every man and woman should read. * *

Dacca—the 3rd october, 1882

I reached Narayanganj just before the close of the day. Reached Dacca at about 10 P.M. by horse carriage. Came to Nabakanta Babu's, and I am living with him. Babu Ananda Chandra Mitra saw me last evening here, and talked with me for hours together about the internal bad condition of the Brahmo Samaj.

* * * The people adore wealth, and neglect intellect character, largeheartedness and other

manly qualities, a state of things, deeply to be regretted.

* * * I saw this morning Pandit Vidyaratna, Dr. ray and his brother Dwaraka Babu, Rajani Babu, and Syama Charan Babu—everywhere cordial reception was given to me. I went to these places in compary of Ananda Babu. * * *

Dacca, 4th. August, 82.

Yesterday in the evening, saw Babus Banga Chandra, Durga Nath, and Gopi Kissen of the Nava-bidhan. Also saw Chandra Nath Bose of our village. * * * Ganesh Babu and his wife Kamal Kamini Devi are my real wellwishers. Ganesh Babu has devoted his life solely in spreading Brahmoism. His birth place is at Koter-para which is very dear to me like a sacred place.

* * * * * *

12th September, 1883.

Felt a sort of sensation in my body in the evening (twilight) unknown previously to me

sat down to prayers and I realised the presence of God with awe. It was only of a very short duration but still it was substantial. The presence was living but dark.

I went to Sundari Babu's house. I was very sorry for what I saw there. His wife has fallen a victim to the envy and cruelty of evil spirits. The evil spirits threatened me and Sundari Babu with the lives of Rajlakshmi and Hemangini and they predicted our future fall and that too through their agency. Spoke many things bad. Oh Lord, Oh Guardian spirits save us from this peril.

K. C. B.

15th Sept. 83

Went to Jga with Sundari Babu and his wife to take a walk there. The main object was to make Sundari Babu's wife's mind light and give her some innocent pleasure in the evening.

Good spirits saved us, encouraged us and did so much for us.

K. C. B.

Sylhet, April 7th 1883, Saturday.

A special general meeting of the Sylhet, Brahmo Samaj was held yesterday at the Brahmo Samaj premises at 7 P. M. in which I was appointed the Secretary to the Samaj, Vice Babu Gangadas been resigned.

শ্রীযুক্ত ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র বাগছী মহাশয়ের বাংলা ডায়ারী

20 th April 1883

গত ১লা বৈশাখ ১২৯০ বঙ্গাব্দ—

প্রাতঃকালে মন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল। আমি উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের প্রেম প্রবাহিত হইতেছে, এই স্রোতে প্রেম পুণ্য ও অনন্ত জীবন বহন করিয়া আনিতেছে। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া অনন্ত জীবনের অধিকারী হইয়াছেন ইত্যাদি। গত রবিবারও আমি সমাজে

উপাসনা করিয়াছিলাম। ৩০ চৈত্র রাত্রিতে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুহ উপাসনা করেন। ১লা বৈশাখ প্রাতে আমি রাত্রিতে সুন্দরীমোহন দাস উপাসনা করেন।

23 rd May 83

এই সময়ের মধ্যে দুই দিন আমাকে সমাজে উপাসনা করিতে হইয়াছিল। বিশ্বাস বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

৮ই মে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ শ্রীহট্ট প্রার্থনা সমাজের সামাজিক উপাসনা করিয়াছিলাম। শ্রীহট্টে এই আমার প্রথম সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করা।

১৮৮২ সনের ৭ই জানুয়ারী আমি শ্রীহট্ট প্রার্থনা সমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হই।

১৮৮২ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে শ্রীহট্ট প্রার্থনা সমাজ শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের সহিত একীভূত হইয়া যায়। এ বিষয়ের প্রধান উদ্যোক্তা বাবু সুন্দরীমোহন দাস। উভয় সমাজ সম্মিলিত হওয়াবধি আমি সহকারী সম্পাদক স্বরূপে শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিতেছি।

মাঘোৎসব উপলক্ষে এবার সপ্তাহ কালব্যাপী উৎসব এখানে হইয়াছিল। ঐ উৎসবে অনেকে উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। ৯ই মাঘ (১২৮৯) রবিবার নগর সংকীর্ত্তন হয় কীর্ত্তনে এবার বহুলোক (প্রায় ২০০।২৫০) সমাজ গৃহে উপাসনা শ্রবণ করিতে

উপস্থিত হয়। এই সমস্ত লোকের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রলোকও ছিলেন, ঐ দিন উপাসনার ভার আমার উপর ছিল। আমি বাস্তবিক উপাসনার জন্য অল্পই প্রস্তুত হইতে পারিয়াছিলাম।

এই দিন আমি সর্ব্ব প্রথম শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করি। এবং বেদীতে উপবেশন করি। "মাহম্ ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং" এই শ্লোকটী ধরিয়া উপদেশ দিয়াছিলাম। উপদেশ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। উপস্থিত সকলেই উপদেশ শ্রবণে পরম তৃপ্ত এবং সুখী হইয়াছিলেন। কানাকঞ্জের বাবু কালীনাথ নন্দী পুলিস ইন্সপেক্টর বলিয়াছিলেন যে তিনি যতকাল শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন, এত সুখী কখনও হন নাই। উপাসনা সংক্ষেপ হইয়াছিল, কিন্তু উপদেশ দীর্ঘ হইয়াছিল। আরও অনেকে উপদেশের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন, বাবু গোপাল কৃষ্ণ দে উপদেশের প্রশংসা করিলেন। আমার প্রশংসা শুনিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হই। মনে আনন্দ লাভ করি ফলতঃ এক্ষণে আমার ধর্ম্মের জন্য খাটিতে সমাজে উপাসনা করিতে উপদেশ দিতে বেশ স্পৃহা জন্মিয়াছে এবং তৎপর যে কয়েকদিন সমাজে উপাসনা করিয়াছি ভাল হইয়াছে।

উৎসবের সময় গোপাল বাবুর বাসায় পারিবারিক উপাসনা আমি করি, গত বৎসরেও আমাকে করিতে হইয়াছিল। জানুয়ারী মাসের কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় স্থির হয় যে, প্রতি

বাঙ্গালা মাসের প্রথম ও শেষ রবিবার প্রাতঃকালে সমাজ গৃহে উপাসনা হইবে।

মাঘ মাসের শেষ রবিবার ও ফাল্গুন মাসের প্রথম রবিবার প্রাতঃকালে আমিই উপাসনা করি। উপাসনা ভাল হইয়াছিল, প্রথম দিন উপদেশের বিষয় ছিল "জীবনের লক্ষ্য"। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, তাহা পালন করা চাই আমার লক্ষ্য আমি আজও ঠিক করিয়া লইতে পারি নাই। দ্বিতীয় দিনের উপদেশের বিষয় ছিল "ঈশ্বরের বাণী" ঈশ্বর বিবেক কর্ণ দ্বারা আমাদের আত্মাতে প্রতিনিয়ত তাঁহার আদেশ প্রচার করিতেছেন—বিবেকের আদেশের নিকট আমাদিগকে মস্তক অবনত করিতেই হইবে। আদেশ লঙ্ঘন করিলে আর সুস্পষ্ট রূপে আদেশ শুনিতে পাওয়াই যাইবে না। প্রার্থনা উপদেশ ভাল হইয়াছিল।

15 th March 1883, Thursday.

গত রবিবার বাবু প্রসন্ন কুমার গুহ (বর্ত্তমান আচার্য্য) কার্য্য গতিতে সমাজে আসিতে পারেন নাই, আমাকে উপাসনা করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তদনুসারে আমি উপাসনা করি। উপাসনা ভাল হইয়াছিল। উদ্বোধন ভাল হইয়াছিল। উপদেশ ভাল হইয়াছিল। উপদেশের বিষয় ধর্ম্মজীবনের চঞ্চলতা। আমরা আজও একটি স্থায়ী ভিত্তি লাভ করিতে পারিলাম না।

কদিন উৎসাহ আবার অবসন্নতা, কদিন সরস উপাসনা আবার শুষ্কতা, কদিন কার্য্য আবার জড়তা। ইহার কারণ আমরা আত্ম চেষ্টার প্রতি নির্ভর করিয়া ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতে [illegible]। অহঙ্কারের জন্যই আমরা আমাদের ভ্রাতাদের গুণ দেখিতে পাই না, কেবল দোষগুলি চোখের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। বিনীত হইলে আমরা দেখিতে পাইব, আমরা যাহাদের নিন্দা করি তাঁহাদের পায়ের গোড়ায় দাঁড়াইবার যোগ্য নই ইত্যাদি। গত রবিবার চৈত্র মাসের প্রথম রবিবার ছিল, প্রসন্ন বাবু প্রাতঃকালেও উপাসনায় অনুপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্তসুন্দরী বাবু উপাসনা কার্য্য করেন। আমি বাড়ী আসিয়া রাজলক্ষ্মীকে বলিলাম, আজ কেমন সুন্দর উপাসনা হইয়াছে, সুন্দরীবাবু উপাসনা করিলেন। এই কথা শুনিয়া তিনি সত্য সত্যই অশ্রুপাত করিলেন এবং বলিলেন, আজ এমন সুন্দর উপাসনা হইল আর আমায় নিয়ে গেলে না। আজ কদিন তাঁর সমাজে যাওয়া হচ্ছে না।

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী সর্ব্ব প্রথম ব্রাহ্ম-মহিলা শ্রীহট্ট ব্রাহ্ম সমাজে গমন করেন। তাঁহার পর অনেক ব্রাহ্মমহিলা শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে গমন করেন। ১২৮৯ সালের কথা। ১৮৮২সন। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জোয়ান সাই পরগণার অধীন আইগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাদাস সেন মহাশয় যিনি এখানে পুলীশ অফিসের হেড্ ক্লার্ক এবং শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন।

এবং যিনি কিছুদিন হইল পুলিসের ইনস্পেক্টার হইয়া গোয়ালপাড়া গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ১৮৮৩ সনের ২১শে মে সোমবার ধুবড়ী মোকামে জ্বর রোগে বেলা অপরাহ্ণ ৫টার সময় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে সুখ শান্তি বিধান করুন। তিনি অতি সৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার বহু গুণ ছিল। আমি তাঁহার স্নেহে বিশেষ বাধ্য আছি। তিনি একটি বৃহৎ পরিবার রাখিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর এই পরিবারটীর অবলম্বন হউন।

গত ২৫শে মে শুক্রবার গঙ্গাদাস বাবুর আত্মার সদগতি কামনা করিবার অভিপ্রায়ে সমাজগৃহে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্তসুন্দরী বাবুর স্ত্রী এবং রাজলক্ষ্মী উপস্থিত ছিলেন। বাবু তারিণীচরণ মজুমদারের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল বলিয়া তিনি উপাসনা করিবেন স্থির হয়। তিনি বেদীতে উপবেশন করিয়া গঙ্গাদাস বাবুর আত্মার জন্য একটী প্রার্থনা করিয়াছিলেন তৎপর তাঁহার গুণ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। তিনি বেদী হইতে নামিলে প্রচারক বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একটী হৃদয় ভেদী দীর্ঘ প্রার্থনা করেন।

তৎকালে অনেকে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। আমি তো অনেক কাঁদিয়াছিলাম। গতকল্য গঙ্গাদাস বাবুর মেয়ে বিরজা আমাদের বাসায় আসিয়াছিল। তাহাকে কোলে লইয়া না

কাঁদিয়া থাকিতে পারি নাই। এক্ষণ বুঝিতেছি গঙ্গাদাসবাবুকে একটু গভীররূপে ভাল বাসিতাম। আমার স্ত্রীও তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া না কাঁদিয়া থাকিতে পারেন নাই। ঈশ্বর সেই পরলোকগত আত্মাতে প্রকাশিত হউন। যেনো মৃত্যুর পর সেই আত্মার সহিত মিলিত হইতে পারি। তজ্জন্য আত্মাকে প্রস্তুত করুন।

৭ঠা আষাঢ় ১২৯০ সন রবিবার,

অদ্য বৈকালে আমি সমাজে উপাসনার কার্য্য করি, সাধুভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলাম। উপদেশ অনেকের মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

Sylhet, August 29th, 1883

জুন কি জুলাই মাসে আমি সুন্দরী বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দুইদিন নানা বিষয়ে কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, ঈশ্বর ভিন্ন শান্তি আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। স্বামীর ভালবাসা কত পাইয়াছেন, সাংসারিক কোন ক্লেশ নাই। বাক্সে টাকা রহিয়াছে অথচ মনে সুখ নাই। তিনি বলিলেন, "ধন বল, সম্পদ বল, শান্তি কিছুতে মিলে না"। হেমাঙ্গিনী দেবীর সহিত আলাপ করিয়া বাস্তবিকই সুখী হওয়া যায়।

আজকাল এক নূতন রাজ্যের সমাচার পাইতেছি। এ রাজ্য পরলোক। সংবাদদাতা পরলোকগত আত্মাগণ। সাধু আত্মাদের

প্রভাবে আত্মার এতদূর উপকার হয় যে, বলা যায় না। সংসার অনিত্য বলিয়া বোধ হয়, পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে প্রাণ উৎসাহিত হয়, পাপের প্রতি ঘৃণা এবং অনুতাপের কথা স্মরণ করিয়া ভয় হয়। ঈশ্বরেতে ভক্তি বাড়ে, প্রাণে শান্তি লাভ করা যায়। ৭

গত শনিবার (আজ বুধবার) আমার স্ত্রী সুন্দরী বাবুদের বাসায় গিয়াছেন। সুন্দরী বাবুরা তাঁহাকে নাইয়র নেওয়াইয়াছেন। তাঁহাদের বাসায় রোজ সন্ধ্যাকালে পারিবারিক উপাসনা হয়। তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে উপাসনা করিয়া থাকেন। সেইদিন সন্ধ্যাকালে আমি তাঁহাদের বাসায় উপস্থিত ছিলাম। আমাকে সুন্দরীবাবু উপাসনা করিতে বলিলেন। আমরা তাঁহার বাসার দালানের ছাদের উপর বসিয়া উপাসনা করিলাম। উপাসনা শেষ হইতে না হইতে সুন্দরী বাবুর স্ত্রী অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, এবং তিনটী গান করিলেন। তাহার দুইটী সুন্দরীবাবু তখন লিখিয়া লইয়াছেন। এই শক্তি আত্মারা তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন। তৎপর দিবস অর্থাৎ রবিবার রাত্রে আমরা মন্দিরে গিয়াছিলাম। মেয়েরা কেহ যান নাই। উপাসনার পর আমিও সুন্দরী বাবুর বাসায় ফিরিয়া গেলাম। আমি আলোর নিকট দাঁড়াইয়া "ধর্ম্মতত্ত্ব" পড়িতেছিলাম, সুন্দরীবাবু আমার নিকট দাঁড়াইয়া ছিলেন। এমন সময় হেমাঙ্গিনী দেবী হঠাৎ আসিয়া বিছানায় অজ্ঞান

হইয়া পড়িলেন ; তখন সুন্দরীবাবু তথায় গেলেন, আমিও গেলাম, রাজলক্ষ্মীও গেলেন ও একটু পরে চন্দ্রকুমারের স্ত্রীও আসিলেন। শনিবার রাত্রেও ইহারা উপস্থিত ছিলেন। হেমাঙ্গিনী দেবীর পিতার আত্মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দুইটী গান করিলেন। তৎপর বলিলেন, আমি এসেছিলাম হেমাঙ্গিনীর কষ্ট দেখে। এখন উপশম হয়েছে আমি চলিলাম। গান আমার হেমাঙ্গিনীর নয়, দুটই। সুন্দরীবাবু গান বলছেন আমি বলিলাম "পশিল জীবন" তৎপরক্ষণেই হেমাঙ্গিনী দেবী অজ্ঞান এবং শুরু করিয়া বলিলেন, "বসিল জীবন।" হেমাঙ্গিনী দেবীর শরীর অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল এবং তিনি ইংরেজীতে, তিনি নন্ (spirit) স্পষ্ট কথা বলিতে লাগিলেন। ইংরেজীতে সুন্দরী বাবু বলিলেন Beg your Pardon, tell us if you have any thing to say.

Spirit. question

এখানে বালিকারা আছেন তাদের কোন প্রশ্ন আছে ?

সুন্দরী বাবু বলিলেন, কারা বালিকা ?

spirit এই যে এখানে তোমরাও বালক আমরাও বালক।

spirit আমি বেশীক্ষণ থাকবো না, আজকে spiritদের কথা হবে সেখানে আনন্দের বাজার।

সুন্দরীবাবু বলিলেন আপনারা বালক নন, আমাদের চেয়ে কত উন্নত ইত্যাদি। পরলোকের কথা কিছু বলুন।

আত্মা—পরলোকের "প"ও জানি না। অনন্তকাল—অনন্তকাল অনন্তকাল—রয়েছে।

তবে প্রশ্ন করি (সুন্দরীবাবু) অন্য সমাজে যে বিষয় বলিয়াছি, তাহার কোন উপায় বলুন।

আত্মা—বিশ্বাস, দৃঢ়তা, সংসার অস্থায়ী, আমরা অস্থায়ী এই জ্ঞান।

সুন্দরী বাবু—সমাজে কি বিষয় বলিয়াছি তাহা কি বলতে হবে। "ঈশ্বর দর্শন" সেই বিষয়ে একটা উপায় না বল্লে ছাড়ছি না।

আত্মা—(পদ্যে) নিজে যে উপায় জানে না।
পরের উপায় সে বলতে পারে না।

আমি নিজের উপায়ই জানি না। পরের উপায় কি বল্‌ব? ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। দৃঢ়তা, বিশ্বাস, এই উপায় আর উপায় জানি না। বালিকাদের কি প্রশ্ন আছে?

রাজলক্ষ্মী—আমার বাবা কোথায় আছেন?

আত্মা—আমি জানি না তিনি কোন্ আত্মাভুক্ত?

রাজলক্ষ্মী—আমার বাবাকে আপনারা দেখবেন।

আত্মা—বিশ্ব জননী রয়েছেন, বিশ্ব ক্রোড় প্রসারণ করে।

পিপীলিকা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত দেখছেন আমাদের সীমাবদ্ধ দেখাতে কি হবে ?

রাজলক্ষ্মী—আমার ছোট ভাইটীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে ?

আত্মা—হাস্যপূর্ব্বক, হাঁ মা তোমার সঙ্গে আলাপ হবে যদি জানতাম, তবে তোমার সব খবর জেনে আসতেম।

চন্দ্রকুমারের স্ত্রী—আমার বাবা কোথায় আছেন ?

Spirit—জানি না।

সুন্দরীবাবু—আপনি ওদের সম্বন্ধে জেনে বলবেন।

Spirit—এ বিষয়ে বলতে কালকে একটী আত্মা পাঠাইতে চেষ্টা করব।

আমি যাচ্ছি আমাকে ডাকবেন না, কোন দুষ্ট আত্মা এলে ঈশ্বরের নাম করে রক্ষা করিও। (প্রস্থান) তখন একটা দুষ্ট আত্মা mediumকে আশ্রয় করিল। তখন mediumএর হাত পা কাঁপতে লাগিল, মুখ বেঁকিতে লাগিল। তখন সেই আত্মা বলিতে লাগিল "জানবে ? জানবে ? পরলোকের কথা জানবে ? পরলোকে গিয়ে কি সুখী দেখবে ? ইত্যাদি বলিতে বলিতে হেমাঙ্গিনী দেবীর শরীর একবারে মোচড়াইয়া গেল। চক্ষু রক্তবর্ণ কপালের উপর উঠিয়া গেল। মুখ হইতে ফেনা নির্গত হইতে লাগিল। সেইরূপ ভয়ঙ্কর অথচ বিকৃত চেহারা আমি

কখনও দেখি নাই। আমি ভয়ে চক্ষে কাপড় দিলাম। রাজলক্ষ্মীও তাহাই করিলেন।

সুন্দরী বাবু Lord Lord বলিয়া ডাকিতেছিলেন। Protecting angelকে ডাকিতেছিলেন।

তখন দুষ্ট আত্মা বলিল—Lord Lord এর বাবা, ঈশ্বর। ঈশ্বর কোথা? জলে পুড়ে মরছি আবার দয়াময় ঈশ্বর। ইত্যাদি। শরীর ভয়ানক অবস্থা প্রাপ্ত হইল, যেন ঘাড় মোচড়াইয়া ফেলে। এমন সময় শব্দ হইল—"ভয় নাই ভয় নাই"। ইনি ভাল আত্মা নাম হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। "যাও যাও জলে পুড়ে মরচ, আবার জ্বালাতে এয়েছ যাও"।

দুষ্ট আত্মা—তুমি আবার কে? আমি যাব না। তৎপর দুষ্ট আত্মা একটী গান করিলেন—সৎআত্মা আবার গানে তাহার উত্তর দিলেন।

দুষ্ট আত্মা বলিল—কত উপাসনা করিলাম—তবুও জলা পোড়ার হাত হতে বাঁচিলাম না কেন?

সৎআত্মা—তুমি সংসারে যা ছিলে পরলোকে এসেও তেমনি রয়েছ? তুমি কি তোমার পাপ ছেড়েছ'?

দুষ্ট আত্মা বলিলেন—আমাদের কাছে দয়াময় বলতে যেও।

সৎ আত্মা—যাব ভাই, শুন না শুন তোমাদের ইচ্ছা।

দুষ্ট আত্মা—এখানেই converted হয়ে গেল।

সুন্দরীমোহন বাবু তাহার জন্য প্রার্থনা করিলেন।

C. K. Sen (Chandra Kanta Sen, Father-in-law of Sundari Babu).

আমি এসেছি, পূর্ব্বে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন। তিনি ইদানীকের পরিচয়ের বন্ধু। তাঁকে রেখে গিয়াছিলেন।

সুন্দরীবাবু—হেমাঙ্গিনী বড় কষ্ট পেয়েছে।

C. K. Sen. এতে কিছু হবে না, আমাদের ইচ্ছা ছিল পরকালে কি কষ্ট তাহা দেখাবার ইচ্ছা ছিল। দুষ্ট আত্মাকে দেখাইয়া বিশ্বাস জন্মাইবারও ইচ্ছা ছিল।

সুন্দরীবাবু—আর কোন খারাপ spirit আত্মা আসবে।

C. K. Sen—না আর আসবে না।

সোমবার ২৭শে আগষ্ট রাত্রি।

উপাসনার পর হেমাঙ্গিনী দেবী অজ্ঞান হইলেন। তৎপর তিনটী গান করিলেন। কাল যে দুষ্ট আত্মা আসিয়াছিল সে আসিল। আজ আর সে ভাব নাই। আজ ঘোর অনুতাপের অবস্থা। ইনি একটী গান গাহিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। সাংসারিক পরিচয় কিছু দিলেন না। বলিলেন তিনি কালকার সেই পাপী অবিশ্বাসী অর্দ্ধ আমি"।

আজ অত্যন্ত বিনয় দেখিলাম। কত প্রার্থনা করিলেন কত খেদ করিলেন।

কেন তাঁর এত যাতনা হচ্ছে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কাতরভাবে বলিলেন, "পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইও না"। সমস্তই গান।

তারপর একটা সৎআত্মা আসিলেন—নাম প্রাণধন মল্লিক, ১২ বৎসর পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অনেকক্ষণ ছিলেন অনেক কথা বলিলেন। অনুতপ্ত আত্মাকে সান্ত্বনা দিলেন। তাঁর কথায় বেশ বুঝা গেল, তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, একাগ্রতা এবং বিশ্বাস ভিন্ন কিছু হইবে না। তিনি রাজলক্ষ্মীকে বলিলেন, তোমার পিতা স্বচ্ছন্দে আছেন! খুব উন্নত আত্মাদের সঙ্গে মিশিতে পারেন নাই। আশা করা যায়, শীঘ্রই তাঁহার উন্নতি হইবে। মমতা ভিন্ন তাঁর অপর কোন কষ্ট নাই।

রাজলক্ষ্মীর ছোট ভাইয়ের কথা বলিলেন—"সে খুব উন্নতি করিয়াছে; ইনি অনেকক্ষণ ছিলেন, অনেক কথা বলিলেন।

সুন্দরীবাবু ইঁহার নিকট তাঁহার শাশুড়ীর জন্য তাঁহারা কি করিতেছেন, জানিতে চাহিলেন। তখন তিনি বলিলেন,—তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে আলাপ হয়। তিনি গেলেন তখনই সুন্দরীবাবুর শ্বশুর মহাশয় আসিলেন, তিনি সুন্দরীবাবুর, শাশুড়ীকে কত সুন্দর উপদেশ দিলেন। বলিলেন "মিষ্টভাষিনী হও, পরের মনে অশান্তি দিও না। পরকে অশান্তি দিলেই নিজে অশান্তি ভোগ করিতে হয়, সংসার অসার, তোমার সাক্ষাতে কত

লোক চলিয়া গেল" ইত্যাদি। ইহার এই সমস্ত কথায় আমার বড় উপকার হইয়াছে।

প্রাণধন মল্লিক মহাশয় বলিয়াছিলেন—পরলোকে আসিয়া আর সংসারের পরিচয় দিতে চাই না। আরও বলিয়াছিলেন, "আমরা দয়াময়ের চাকর। কোথায় কে circle বসে, কোথায় কে মন্দ আত্মা দ্বারা আক্রান্ত হয়, আমরা সেখানে যাইয়া তাঁহাকে রক্ষা করি, সেখানে ধর্ম্মের কথা বলি। আমরা কথা বলি মাত্র, বিশ্বাস জন্মাইবার কিছু করি না। হেমাঙ্গিনীর যার বিশ্বাস নাই, তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্ত একটা মন্দ আত্মা ডাকিয়া দি। মন্দ আত্মা আসিয়া দৌরাত্ম্য করিবে আশঙ্কায় আমরা বারণ করিলাম তিনি আর ডাকিলেন না।

রাজলক্ষ্মী তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। তিনি কাল আসিয়া তাহা জানাইবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন।

২৮শে আগষ্ট মঙ্গলবার রাত্রি।

তৎপর দিন আমরা উপাসনা করিতে বসিয়াছি। সুন্দরীবাবু একটী গান করিলেন।

তৎপরেই হেমাঙ্গিনী দেবী অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ইহার ভিতর দিয়া spirit একটী প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে এই গানটী করিলেন। অতি কোমল স্বরে—

(কেন দুঃখ দিতে বিধি—এই সুর)

আমি দীনা হীনা ডাকিতে জানি না
দয়াময়ী তোমারে।
আমি ভিখা মাগি, যাহাদের লাগি,
জননী গো রক্ষ তাহাদেরে।
জানে না তারা সংসারের ধারা
অমৃত ভাবিয়ে গরল চায় ভখিবারে।
তোমার সম্মুখে যায় তারা মনসুখে
মহাপাপ আত্মহত্যা করিবারে।
শোন গো প্রার্থনা, পুরাও এ বাসনা,
দেও গো জ্ঞান আঁখি শিশুদেরে।
হলে আঁখি উন্মোচন, দেখিবে মা তখন,
বিষ সুধা কোথা আছে তব ভব ভাণ্ডারে।

আমি স্ত্রীলোক।

রাজলক্ষ্মীর পিতা সম্বন্ধে বলিলেন—

রাজলক্ষ্মীর পিতার এখন আসা আমরা ভাল মনে করি না। তিনিও ভাল মনে করেন না। কারণ অল্পদিন হইল তিনি সংসার মায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখানে এলে সংসার বন্ধন আর দৃঢ় হইবে। তিনি তাঁর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ জানিয়েছেন। আর যদি এরকম চলে (প্রশ্ন সুন্দরী বাবু কর্ত্তৃক

কোন রকম) তোমরা দিন দিন উন্নতি লাভ কর তাহা হইলে তিনি ২।৩ বৎসর পরে আসিবেন। আরও অনেক উন্নত আত্মা আসিবেন।

হেমাঙ্গিনী মরিয়া গেলে আমরা বলিয়া দিব কে medium হইবে। বলিলেন ইনি বিধবা, ১৪ বৎসর মৃত্যু হইয়াছে। স্বামীর ২৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে, নিবাস পূর্ব্ববঙ্গ। উন্নতির কারণ সাধু আত্মাদের কৃপা। ইঁহার সরলতা ছিল, যখন জীবিত ছিলেন। মৃত্যুর পর প্রায় ১৪ বৎসর কাল স্বামীর অনুসন্ধান করিয়াছেন কিন্তু ইঁহার স্বামীর কোন খোঁজ পান নাই।

কাল হেমাঙ্গিনী দেবীকে তাঁহার পিতা পরলোকের একটী ছবি স্বপ্নে দেখাইয়াছিলেন। সে বর্ণনা অতি ভয়ানক। কোথাও কিছু নাই অথচ যাতনায় পাপীর প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। আমার গতি কি হবে, আমার গতি কি হবে। এই জগতে তো কিছুই স্থির নহে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়, সকলি পরিবর্ত্তনশীল। আমি এক্ষণে কোন পথে যাইব, যোগভক্তির চেষ্টা পাব কি? মান সম্ভ্রম এসকল তো কিছুই নয়, এ সকলে কি হইবে, এ সকলের কি দরকার সর্ব্বদা একটুতে যাহা বিচ্ছিন্ন হয় এবং নষ্ট হইবার ভয় থাকে। তাহাতে কি দরকার? এক্ষণে যাহাতে ভগবানকে পাওয়া যায় সেই পথ অবলম্বন করি। মনে হয় ঈশ্বরের কৃপা যদি জীবনে কিছু লাভ করিতে পারি তাহা

হইলে প্রাণ দিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ধর্ম্ম প্রচার করিব। যেনো লোককে মৃত্যুর পর এমন গভীর অন্ধকারে পড়িয়া এমন ঘোর যাতনা সহিতে না হয়। অন্য একদিনও আমার মনে এই সকল ভাব উপস্থিত হয়।

বাল্যকাল হইতে আমার সংকল্প ছিল ধর্ম্মপ্রচার করিব। ঈশ্বর আমার আত্মাকে তাঁহার কার্য্যের উপযুক্ত করুন। আমি নিজে যেনো ধর্ম্ম লাভ করিয়া অন্যের দ্বারে দ্বারে তাহা বিলাইতে পারি। ঈশ্বর আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমি এক্ষণে ঈশ্বর ও সাধু এবং স্বর্গের জ্যোতির্ম্ময় জীবন্মুক্ত দেবতাদের প্রসাদে সংসারের অসারতা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। ঈশ্বরের সত্তা সে গভীর সত্তা একটু একটু উপলব্ধি করিতেছি। এই সকল দেবতাদের দর্শন মহাভাগ্য না হইলে হয় না। আত্মাদের কৃপাধন্য।

Feb. 4th

ও ভাই প্রেমিক গৌর নিতাই হয়ে

কাঁদ ধরায় লুটাইয়ে।

প্রেমেতে মাতিয়ে বলে হরিবোল।

রবে না, রবে না, এ সুখ ভাবনা,

সার সুখে যখন মজিবেরে মন।

ভুলবে সকল গণ্ডগোল।

ভারতে মানব ছিল, কত অধমেরে তরাইল,
বলে সুধার মধুর একটী বোলে।

ভক্তিভাজন আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সঙ্গীত।
4th Feb. 1884 দিয়াছিলেন।

আজ বিজয়বাবুর এবং নগেন্দ্র বাবুর পত্র একসঙ্গে পাইলাম। পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বাঘআঁচড়া গ্রামে উৎসবে উপাসনা করিতেছিলেন সেই সময় ৺প্রাণনাথ মল্লিক মহাশয়ের পরলোকগত আত্মা বাঘআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের অবনতি দর্শনে দুঃখিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সকল কথা পত্রে লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের পত্র পাওয়ার কিছুমাত্র আশা ছিল না সুতরাং সেই নিতান্ত unexpected জিনিস পাইয়া এত আনন্দ হইল যে তাঁহাদের চিঠী মস্তকে ধারণ করিয়া খানিকক্ষণ নৃত্য করিলাম।

Oct 24

আজ বৈকালে Indian messenger নামক পত্রিকার sanctum sanctorium নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে মন ঈশ্বরের দয়া বেশ বুঝিতে পারিল। মনটা একটু গলিল। ধন্য দয়াময়! কৃতার্থ হইলাম। sanctum sanctorium নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাঁর দয়া হৃদয়ে স্পষ্ট

বুঝিবার জন্য প্রার্থনা করিলাম। আমার মনের ভাব বুঝিয়া আমি সুন্দরী বাবুর সহিত যে বিষয় আলাপ করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করিয়া আত্মা আসিয়া তিনটী গান দিয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ চলিয়া গিয়াছেন, ক্ষণকালও অপেক্ষা করেন নাই। তিনি বলিলেন—ঈশ্বর শুধু রুদ্র মূর্ত্তি নন, তাঁর কোমল মূর্ত্তিও আছে। গত জীবনের পাপের জন্য কঠোর অত্যাচার সহিতে হইবে না। বিরস বদনে শুষ্ক মনে বসিয়া থাকিতে বারণ করিলেন। একাগ্রতার সহিত পরমেশ্বরকে ডাকিতে বলিলেন—তবেই পরিত্রাণ পাইব। ইঁহার এই মর্ম্মের গানে আমার শুষ্ক প্রাণ গলিল, ভয়াতুর মন আশ্বস্ত হইল। আর এত আহ্লাদ হইল যে মনে হইল নাচি। সুন্দরীবাবু নাচিতে লাগিলেন। আমি তাঁর স্ত্রীর কাছে ভূমিতে মাথা সংলগ্ন করিয়া রহিলাম, বলিলাম, দিদি, মা চরণ দেও, চরণ ধুলি দেও, তোমার কৃপায় আমার এত আহ্লাদ, নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার। এখন হইতে আমি যোগ ভক্তি শিখিব। positive side culture করব। সেই আত্মাকে আমি কৃতজ্ঞ অন্তরে প্রণাম করি।

আমি আর বৃথা কথা বলব না। হাসি ঠাট্টা বিবেকের আদেশ বিরুদ্ধ হইলে করব না। রাজলক্ষ্মী কালরাত্রে সুন্দরীবাবুর বাসায় গিয়াছেন। আজ হরিচরণ বাবু আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে জল আসিল। যেমন

হরিচরণবাবু, তেমনি চন্দ্রকান্তবাবু তেমনি অন্যান্য সাধু আত্মারা আমার মহৎ উপকার করিয়াছেন, প্রাণ দিলেও তাঁহাদের কৃত উপকারের প্রতিশোধ দেওয়া যায় না। হে ঈশ্বর তুমিই ধন্য! তুমিই ধন্য! তোমার করুণা ধন্য! এ হেন করুণা যেন বুঝিতে পারি, তুমি আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর। আমার মনকে সর্ব্বদা সতর্ক রাখিতে চেষ্টা করিব সংসারের আবিলতা ও চিন্তা স্রোত মনকে যেন আবৃত না করে। তোমার মহান্ শক্তিদ্বারা আমার মনকে তোমার সহিত মিলিত কর। প্রণাম শত শত প্রণাম।

* জ্যোতি পরিবেশ জীবাত্মার সহিত জড়িত আছে, ইহাকে অতি সূক্ষ্ম অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালী সমুজ্জ্বল আলোক বলিলে ঠিক হয়। ইহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থে গঠিত। এই জ্যোতি পরলোকগমনকারী আত্মার একমাত্র অবলম্বন। সাধু মহা-পুরুষেরা সেই জ্যোতি অন্তর চক্ষুদ্বারা দেখিতে পান। পরা বিদ্যানুশীলনকারী ব্যক্তিগণ সাধনা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন।

মরণের পর আত্মার হঠাৎ কোন পরিবর্ত্তন হয় না, ইহলোকে সে যা ছিল পরলোকে তাহাই থাকে। তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে যে প্রকার বাসনা ও চিন্তা ছিল সেই সকলের ফল পরলোকে তিনি

* প্রেততত্ত্ব-চর্চ্চাকারীগণ ইহা সাধনাদ্বারা অবধারণ করিয়াছেন।

পাইয়া থাকেন। পরলোকগত আত্মা দেহ পরিত্যাগের পর, পরলোকে যে সকল নূতন বিষয় আছে তাহা জানিতে পারেন। পরলোকে মনুষ্যের চিন্তা ও বাসনা সকল দৃশ্যমান মূর্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয়। পরলোকে বাস করিতে করিতে এই সকল চিন্তা ও বাসনাকে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর রূপে দেখিতে পান। মৃত্যুর পর পরলোকেই মনুষ্যের ক্রম বিকাশ আরম্ভ হয়। এবং সুচিন্তার প্রভাবে তিনি স্বর্গলোকের আনন্দ ক্রমে ক্রমে লাভ করিয়া ভগবৎ সমীপে অগ্রসর হন।

অলৌকিক ঘটনা

১। বাংলা ১৩০৯ সালে শ্রীহট্ট নগরে বেলা প্রায় তিনটার সময় ৺কৈলাসচন্দ্র বাগছী মহাশয় কলেরা রোগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরলোক গমন করেন। ঐ দিবস রাত্রিকালে কুচবিহার হোষ্টেলে ছাত্রাবস্থায় শ্রীমান্ প্রফুল্লকৃষ্ণ স্বপ্নে দর্শন করিল তাহার পিতৃদেব ৺কৈলাসচন্দ্র বাগছী বলিতেছেন, প্রফুল্ল বাড়ী যাও তৎপর দিন টেলিগ্রাফ পাইয়া বাড়ী আসিল।

২। বাংলা ১৩১৫ সালে শ্রাবণ মাসে আমার পঞ্চম পুত্র মুকুন্দকৃষ্ণ দিনে দ্বিপ্রহরে তন্দ্রাবস্থায় স্বপ্নে দর্শন করিল আমার

দ্বিতীয় পুত্র মোহিতকৃষ্ণের সমস্ত দেহ পচিয়া গিয়াছে, এইরূপ স্বপ্ন দর্শনান্তর আমাকে তাহার জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতে বলিল আমিও সেইরূপ কিছু করিয়াছিলাম মনে হয়। তৎপরে মুকুন্দ কলিকাতা কলেজে পড়িতে গেল। কলিকতার হোষ্টেলে স্বপ্নে দেখিল তাহার মেজদাদা মোহিতকৃষ্ণ বর্ম্মা হইতে কলিকাতা আসিয়া সন্ধ্যাকালে অতিশয় রুগ্ন কৃশ দেহে অশ্বযানে আরোহণে হোষ্টেলের দ্বারদেশে আসিয়া মুকুন্দ মুকুন্দ বলিয়া ডাকিতেছে ইহার অল্পদিন পরে সত্যই এক দিবস অতিশয় ক্ষীণ দেহে ৺মোহিত বর্ম্মা হইতে সন্ধ্যাকালে আসিয়া অশ্ব শকটে হোষ্টেলের দ্বারদেশে আসিয়া মুকুন্দ মুকুন্দ করিয়া ডাকিয়াছিল। অনেক চিকিৎসায়ও সে রক্ষা পায় নাই, কিছুদিন পরে পরলোক চলিয়া যায়।

৩। ১৩৩১ সালে শ্রাবণ মাসে মুকুন্দর প্রিয় ছাত্র শান্তিপুর বৈদ্যপল্লীর ৺কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র সুধীর চট্টোপাধ্যায়ের একটু জ্বর হয়। বৈকালে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়া মুকুন্দ সে কথা জ্ঞাত হয়, তখন মুকুন্দ মনে করিল এখন আর সুধীরকে দেখিতে যাইব না কাল প্রাতে যাইব। সেই দিবস রাত্রিতে মুকুন্দ স্বপ্নে দর্শন করিল সুধীর আসিয়া বলিতেছে, "স্যার্. আমি পরলোকে আসিয়াছি" এই কথা শ্রবণে মুকুন্দ কহিল তুমি যেখানে গিয়াছ আমার জন্য সেখানে একটু স্থান রেখো। রাত্রি প্রভাতেই সুধীরের পরলোক গমন সংবাদ জ্ঞাত

হইয়া শোকে অত্যন্ত কাতর হইল, বহুদিন মৎস্যাহার করে নাই এবং তাহার বড় ফটো তৈরী করিয়া ফুল দিয়া সাজাইয়া শিয়রে রাখিয়াছিল।

৪। বাংলা ১৩৩৪ সালে ইং ১৯২৭ সাল ১লা নভেম্বর মুকুন্দর টাইফয়েড জ্বর আরম্ভ হয়, সেই সময় ছাত্র ও উপস্থিত লোক দিগকে বলিতেছিল এবার জ্বরে সুধীরকে যে পরলোকে আমার জন্য স্থান রাখতে বলেছিলাম সেই কথা কেবল মনে হইতেছে।

শান্তিপুরের অনেকেই জ্ঞাত আছেন কেননা তাহার সৎ-স্বভাবে এবং খুব ভাল ইংরেজী পড়াইতে পারিত (কারণ সে খুব বড় স্কলার ও ইংরাজীতে অনার্স ছিল বলিয়া অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক তাহাকে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে তাহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া দিবারাত্র সমানে সেবা করিতেন। টাইফয়েড্ রোগের সময় প্রতিদিন একটী ছাত্র রাণাঘাট হইতে বরফ আনিত সেইজন্য বরফের দোকানে টাকা আগাম দেওয়া ছিল। ১৭ই নভেম্বর শুক্রবার মাণিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে একটী ছাত্র রাণাঘাটে বরফ আনিতে গিয়া দেখে বরফের দোকান বন্ধ, তাড়াতাড়ি কলিকাতা গমন করিয়া মুকুন্দর শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে টাকা লইয়া অপরাহ্ন তিনটার পর বরফের দোকানে বরফ আনিতে ছুটিল, পথে কলিকাতায় মুকুন্দর, গলার স্বরে কে বলিল যেনো "বরফের আর দরকার

নাই, বাড়ী যাও ?" সে এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া অনেক কষ্টে শান্তিপুর ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহাদের মাষ্টার মহাশয় অপরাহ্ণ তিনটার সময় পরলোক চলিয়া গিয়াছেন।

মুকুন্দর মৃত্যুর সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তখনি বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। সকলেই দারুণ শোকে মূহ্যমান। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এম এল এ মহাশয় স্বয়ং বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থা করিয়া সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা দাহকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। একটী উজ্জ্বল প্রতিভার পরিশসমাপ্তি হইল।

শ্রীহট্টের কথা

১২৮৯ সালে আমি মাণিকগঞ্জের নিকটবর্ত্তী মাইজখাড়া গ্রামে শ্বশুর বাড়ী হইতে ধামড়াই গ্রামে মামা শ্বশুর বাড়ী হইয়া নৌকাযোগে ঢাকা নগরে পূজ্যপাদ পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাসায় স্বামীর সহিত আসিলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয় পরম সাদরে তাঁহার স্ত্রীর কাছে আমায় লইয়া গেলেন, সেখানে পরম আদরে কিছুদিন অবস্থিতি করিলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাসায় এখনকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীমান্ জ্ঞানাঙ্কুর দের পিতা অবস্থিতি করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে ঢাকা নগরীর নবাব বাড়ী ইত্যাদি দর্শন করিলাম। ঢাকার ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়ের (Dr. P. K. Roy) সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সরলা রায় আমাকে পেটী কোটের

উপর কুচিয়ে কাপড় পড়া শিখিয়ে দিলেন। তাঁহার মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা ব্রহ্মময়ী দেবী মহিলাদের জন্য সর্ব্বপ্রথম এই ড্রেস আবিষ্কার করেন। তিনি এই ড্রেস পরিতেন, তাঁহাকে এই ড্রেসে যেমন সুন্দর দেখাতো অন্যকে আমি এই ড্রেসে তেমন সুন্দর দেখি নাই। আমাদের সিলেট যাইবার ষ্টীমার ঢাকা আসিলে শ্রীমান্ জ্ঞানাঙ্কুর দের পিতা সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত আমাদের ষ্টীমারে তুলিয়া দিলেন। আমাদের চিড়া গুড় ছাতু ফল ইত্যাদি ভোজনের জন্য লওয়া হইয়াছিল কেননা তখন ষ্টীমারে শ্রীহট্ট যাইতে পথে তিন চারিদিন অতিবাহিত হইত। নারায়ণগঞ্জে আসিয়া পাতক্ষীর কেনা হইল। এইরূপে ৪।৫ দিন পরে শ্রীহট্ট আসিলাম। আমাদের বাসায় বিধুভূষণ নামে একটী হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী ছাত্র ছিল সেই আমাদের যত্নাদি করিল। আমরা পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত আবৃত বেনারসী পাগড়ী মাথায় দিয়া কুচিয়ে কাপড় ও জুতা মোজা পরিয়া ভদ্র স্থানে যাইতাম।

ভক্তিরজ্ঞ মাখা পুণ্যভূমি শ্রীহট্ট নগরীকে আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। সুরমা নদীতীরে মুকুল মুঞ্জরীতে নানাবর্ণের পক্ষীর কলরবে মুখরিত, টিলা ব্রহ্ম-মন্দির, হিন্দু-মন্দির, বিদ্যা-মন্দির, বন্দর বাজার হাট প্রভৃতিতে শ্রীহট্ট নগর পরিশোভিত। মেয়েদের সেখানে স্কুল এবং শ্রীহট্ট সম্মিলনী বলিয়া একটী শিক্ষার কেন্দ্র ছিল, মেয়েরা সেখানে পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইলে, পুরস্কার

লাভ করিতেন। শ্রীহট্টবাসীরা উন্নত হৃদয় ও হরিনাম সংকীর্ত্তনে মাতোয়ারা। সেখানকার ব্রাহ্ম বন্ধুদের এবং হিন্দু বন্ধুদের কথা ভুলিবার নয়। তখনকার কি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম কি হিন্দুব্রাহ্ম সকলের প্রাণ উৎসাহে পরিপূর্ণ। তাঁহাদের জ্বলন্ত উৎসাহ, এক প্রাণতা, প্রেম চিরদিন মনে থাকিবে। সকলেই আপন সহোদর ভাই। প্রসন্নকুমার গুহ, কৈলাসচন্দ্র বসু, গঙ্গাপ্রসাদ সেন, তারিণী চরণ মজুমদার, কৈলাসচন্দ্র বাগচী, সুন্দরীমোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, রাজচন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাকুমার বসু, নবকিশোর সেন প্রভৃতি অনেকেই শ্রীহট্ট ব্রাহ্ম সমাজের প্রাণ ছিলেন ও প্রাণপণে সমাজের সেবা করিতেন। ১২৮৭ সালে বিপিনচন্দ্র পাল শ্রীহট্টে আসিয়া ন্যাসন্যাল ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন ও পরিদর্শক পত্রিকা বাহির করেন। সেই ইংরেজী স্কুলে শিক্ষকতা করিতে রাজচন্দ্র চৌধুরী ব্রজেন্দ্রনাথ সেন (পরে নাভা ষ্টেটের চিফ ও জেনারেল মিনিষ্টার) চন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতিরা শ্রীহট্টে আগমন করিলেন। কিছুদিন পরে আমাদের পরম বন্ধু রাধানাথ চৌধুরীর হস্তে স্কুল ও পত্রিকা অর্পণ করিয়া বিপিনচন্দ্র পাল অন্যত্র গমন করিলেন। রাধানাথ বাবু স্কুল ও পত্রিকা চালাইতে লাগিলেন। ইনি সেই স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন। ছুটির পর আমাকে অঙ্ক শিখাইতেন। দ্বিপ্রহরে একজন পণ্ডিত আমাকে পড়াইতেন। কিছুদিন পরে রাধানাথ বাবুর ভাই পার্ব্বতীচরণ চৌধুরী

কলিকাতা হইতে বি, এ পাশ করিয়া শ্রীহট্ট আসিলেন। কয়েক বৎসর পরে রাধানাথ বাবুর অটুট্ স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে তিনি স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন, স্ত্রী দ্রব্যময়ী ছোট কন্যা লইয়া বিধবা হইলেন। পার্ব্বতীচরণও অল্পে অল্পে ক্ষয় হইয়া পরলোক চলিয়া গেলেন। আমার ছোটবোন লীলার বাড়ীতে গঙ্গাদাস বাবুর নাতনীর মুখে জানিলাম, কুমিল্লায় জামাই বাড়ীতে রাধানাথ বাবুর স্ত্রী, কন্যা জামাই ও নাতি নাতনী লইয়া বাস করিতেছেন। ১২৯০ সালে শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবীর সিলঙে একটি পুত্র সন্তান হইয়া মারা যায় তাহাতে শ্রীযুৎ সর্ব্বানন্দ দাস মহাশয় কন্যাকে নিজের কাছে আনিতে ইচ্ছা করিলেন। শিলং তাঁরা যাইতে ইচ্ছুক হইলেন না। সিলেটে ব্রজেনদাদা প্রিয়ম্বদাকে লইয়া আসিবেন এবং তাঁহারা সিলেট আসিয়া কন্যা প্রিয়ম্বদাকে লইয়া যাইবেন। এই কথা শুনিয়া ডাক্তার বাবু ব্রজেনদাদাকে পত্র লিখিলেন, ব্রজেন্দ্র! তুমি সস্ত্রীক আমার এখানে আসিলে আমি পরম সুখী হইব। এই আহ্বানুসারে তাঁহারা বন্ধুর সহিত সস্ত্রীক আমাদের বাসায় আসিলেন। বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ দাস মহাশয় পুত্র যোগানন্দকে সঙ্গে নিয়া প্রিয়ম্বদাকে লইতে আসিলেন। সে সময় পূজার ছুটি, আশ্বিন মাস (ইহার দুমাস পরে বড় ছেলে প্রফুল্ল কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করে) আমাদের চাকরের হাতে বিষ লাগিয়া ঘা হইল। সে কোন কাজ করিতে সমর্থ নয়। আমি ২।৩ দিন

একাকী সকল কাজ করিলাম তাহাতে পিঠে এমন বেদনা হইল যে, শরীর আর কাজ করিতে মোটেই ইচ্ছুক নয়। দ্বিপ্রহরে আমি রান্নাঘরে দ্বারের কাছে শুইয়া আছি। প্রিয়ম্বদা বড়ঘরে শুইয়া আছেন। মাছ কুটা রয়েছে, কি হইবে ভাবছি বৈকালে কি করিয়া রান্না করিব। এমন সময় একখানা পালকী উঠানে আসিল। মন পাল্কী দেখিয়া ভাবছে, এ কি রকম, উঠানে পাল্কী কেন? পালকীর বাহক একখানা ডাক্তার বাবুর নামিত পত্র দিল। তাহাতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরী বাবুর স্ত্রী লিখিয়াছেন, রাজলক্ষ্মীর এইরূপ শরীরের অবস্থায় অত্যন্ত পরিশ্রম করিলে যদি বিপত্তি হয়, তাহা হইলে আমাকেই ভুগিতে হইবে? সেই জন্য এই পালকীতে শ্রীযুং ব্রজেন্দ্রবাবুর স্ত্রীকে পাঠাইবেন এবং রাত্রিতে আপনারা সকলে আমার এখানে আহার করিবেন।" সকলে তখন সুন্দরী বাবুর বাসায় গেলেন। কোটা মাছ চন্দ্রকুমার বাবুর স্ত্রীকে দিলাম, রাত্রিতে চন্দ্রকুমার বাবুর স্ত্রী আমাকে আহার করিতে ডাকিলেন। আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম। পরদিন পত্রদ্বারা সুন্দরী বাবুর স্ত্রী আমাদের গাড়ী করিয়া লইয়া গিয়া আমাকে নূতন বস্ত্র পরিয়ে সাধ দিলেন। শ্রীযুং সর্ব্বানন্দ বাবু ও যোগানন্দ প্রিয়ম্বদাকে লইয়া বরিশাল গেলেন। শ্রীযুং ব্রজেন্দ্র নানা বন্ধুর সহিত শিলং গেলেন। অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীমান্ প্রফুল্লকৃষ্ণ হইল। সুন্দরী বাবুর স্ত্রী বেশ করিয়া শিশুকে স্নান করাইয়া নিজের হাতে অতি

যত্নের সহিত তৈরী পোষাক পরিয়ে সকলকে লইয়া জাতকর্ম্ম করিলেন ও নিজের রচিত "কি ফুল ফুটালে আজি সংসার উদ্যানে" এই গান গাহিলেন। চাকর তাঁহার বাড়ীতে সন্তান হওয়ার সুখবর প্রদান করিলে শ্রীযুক্ত সুন্দরী বাবুর শ্বাশুড়ী তাহাকে উত্তম নূতন বস্ত্র দান করিলেন, নার্সকে অনেক বুঝিয়ে সুন্দরী বাবু ও তাঁহার স্ত্রী কিছুদূরে তাঁহার ভাশুরের বাড়ী কান বিদ্ধনীতে গেলেন। নার্সের দোষে আমার খুব জ্বর হইল। অনেকদিন অনেক কষ্ট পাইয়া ভাল হইলাম, কিন্তু চারজন ডাক্তার ঘরে চেয়ারে না বসিলে উঠিয়া বসিতে সাহস পাইতাম না। আমার অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারেরা দয়া করিয়া ৪ জনে অনেকক্ষণ বসিতেন। চুলে জট্ হইয়াছিল। ইষ্টিমারের কাপ্তেন রজরীয় সাহেবের স্ত্রী ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত, আমার কাছে থাকিয়া সেই সময়ে রোজ সেবা শুশ্রূষা করিতেন। সুন্দরী বাবুর স্ত্রী প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে লুচী মোহনভোগ এবং মধ্যাহ্নের আহার পাঠাইয়া দিতেন। এইবার সকলের যত্নে আমি ভাল হইয়া উঠিলাম। আজ সেই শ্রীহট্ট কোথায়? আমিই বা কোথায়? এখন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেই সব মনে হয়। ভগবান তোমাকে প্রণাম!

মোহিতকৃষ্ণ ও মুকুন্দকৃষ্ণের ডায়ারির কয়েকটি লেখা

Went to the theatre at Syam Babu's request only to please him against my own inclination and convenience.

From the experience of last night I am resolved not to yield any more to my obliging habit out of sheer timidity and in prejudice to my own interests.

We must realise that human life is a thing of joy independently of all outward circumstances. In our elves we must seek comfort, joy and contentment and must not hanker after this or that supposed source of happiness.

"Nither enjoyment nor sorrow
Is our destined end or way
But to act that each to-morrow
Finds us farther than today."

Mukunda Krishna Bagchi
Thursday, the 13th January, 1916

Lord, look upon me—I am not fit to come to Thee, but Thon hast bid me come—take me and make me Thine own—take this hard heart that I can do nothing with, and make it holy and fill it with Thy love—I give it and myself into Thy hands O dear Saviour.

সত্যই মুক্তি, সত্যই সুন্দর, সত্যই আনন্দ, আমি অদ্য রাত্রি হইতেই কায়মনোবাক্যে সত্যবাদী হইব।

ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং

শ্রীমুকুন্দকৃষ্ণ বাগছী ৩০শে অক্টোবর রাত্রি ১১টা ২৫ মিনিট ১৯২৭ সাল, ইহা ৩০ শে অক্টোবর টাইফয়েড আক্রমণের সময় শেষ লেখা, এবং ১৭ই নবেম্বর ১৯২৭, দিবা ৩টার সময় পরলোক গমন করে।

মোহিতকৃষ্ণের পত্র

১৯১০

শ্রীশ্রীচরণেষু জুনমাস

মা! আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনারা ভাল আছেন জানিয়া সুখী হইলাম। আমি কয়েক দিন হইল এখানে বদলী

হইয়া আসিয়াছি। ইহা একটি ইংরাজদের মিত্র রাজ্য, এখানে রাজা আছেন। এখান হইতে চীনদেশ অতি নিকটে সমস্ত কারবার চীনদের সহিত। এই পাহাড় পার হইয়া যে এই অতি উচ্চ পর্বতের উপর আসিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। চারিদিকে যেন পর্বতের কেল্লা, মধ্যে আমরা, অতি রমণীয় দৃশ্য, এখানে চির বসন্ত বলিয়াই বোধ হয়। জ্বর নিয়া এখানে আসি কিন্তু জ্বর আর এখন নাই। দিন দিন যেন একটু ভাল অনুভব করিতেছি। আমি এখানে আসিয়াই ৩৫৲ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাই কিন্তু আপনার কোন পত্র বা রসিদ না পাইয়া চিন্তিত আছি। টাকা পাইলেন কিনা বুঝিতে পারিলাম না, টাকা এ যাবৎ পাইলেন কিনা লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। আপনার প্রেরিত আমসত্ত্ব ও ঘি পাইয়াছি। মধু আজও পাই নাই। আমসত্ত্ব ও ঘি পাইয়া খুব সুখী হইলাম। মধু যে কি হইল বুঝিতে পারিলাম না, যাহা হউক যদি না পাঠাইয়া থাকেন তবে আর পাঠাইয়া দরকার নাই।

আমাকে বাটী যাইতে লিখিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি এখন বাটী যাইতে পারিব না কারণ যে পর্যান্ত আমার কোন প্রকার সুবিধা না হয় সেই পর্যান্ত আমি যাইব না। তবে যদি অসুখ দিন দিন বেশী হইতে থাকে তবে যাইতে হইবে।

শ্রীমান্ মুকু এইবার কোন ক্লাসে উঠিল ও পরীক্ষায় কত হইল

Mukunda Krishna Bagchi
Thursday, the 13th January, 1916

Lord, look upon me—I am not fit to come to Thee, but Thon hast bid me come—take me and make me Thine own—take this hard heart that I can do nothing with, and make it holy and fill it with Thy love—I give it and myself into Thy hands O dear Saviour.

সত্যই মুক্তি, সত্যই সুন্দর, সত্যই আনন্দ, আমি অদ্য রাত্রি হইতেই কায়মনোবাক্যে সত্যবাদী হইব।

ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং

শ্রীমুকুন্দকৃষ্ণ বাগছী ৩০শে অক্টোবর রাত্রি ১১টা ২৫ মিনিট ১৯২৭ সাল, ইহা ৩০ শে অক্টোবর টাইফয়েড আক্রমণের সময় শেষ লেখা, এবং ১৭ই নবেম্বর ১৯২৭, দিবা ৩টার সময় পরলোক গমন করে।

মোহিতকৃষ্ণের পত্র

১৯১০
জুনমাস

শ্রীশ্রীচরণেষু

মা! আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনারা ভাল আছেন জানিয়া সুখী হইলাম। আমি কয়েক দিন হইল এখানে বদলী

হইয়া আসিয়াছি। ইহা একটি ইংরাজদের মিত্র রাজ্য, এখানে রাজা আছেন। এখান হইতে চীনদেশ অতি নিকটে সমস্ত কারবার চীনাদের সহিত। কত পাহাড় পার হইয়া যে এই অতি উচ্চ পর্ব্বতের উপর আসিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। চারিদিকে যেন পর্ব্বতের বেড়া, মধ্যে আমরা, অতি রমণীয় দৃশ্য, এখানে চির বসন্ত বলিয়াই বোধ হয়। জ্বর নিয়া এখানে আসি কিন্তু জ্বর আর এখন নাই। দিন দিন যেন একটু ভাল অনুভব করিতেছি। আমি এখানে আসিয়াই ৩৫৲ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাই কিন্তু আজও কোন পত্র বা রসিদ না পাইয়া চিন্তিত আছি। টাকা পাইলেন কিনা বুঝিতে পারিলাম না, টাকা এ যাবৎ পাইলেন কিনা লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। আপনার প্রেরিত আমসত্ত ও ঘি পাইয়াছি। মধু আজও পাই নাই। আমসত্ত ও ঘি পাইয়া খুব সুখী হইলাম। মধু যে কি হইল বুঝিতে পারিলাম না, যাহা হউক যদি না পাঠাইয়া থাকেন তবে আর পাঠাইয়া দরকার নাই।

আমাকে বাটী যাইতে লিখিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি এখন বাটী যাইতে পারিব না কারণ যে পর্য্যন্ত আমার কোন প্রকার সুবিধা না হয় সেই পর্য্যন্ত আমি যাইব না। তবে যদি অসুখ দিন দিন বেশী হইতে থাকে তবে যাইতে হইবে।

শ্রীমান্ মুকু এইবার কোন ক্লাসে উঠিল ও পরীক্ষায় কত হইল

তাহা লিখিবেন। বেজপাড়ায় কি একটী লাইব্রেরী হইয়াছে তাহারা কি করে লিখিবেন। তাহারা কিছু চায় দিব না কি? না অনর্থক টাকা কয়টী জলে যাবে। প্রণাম জানিবেন

সেবক মোহিতকৃষ্ণ বাগছী

শ্রীশ্রীহরি

সহায়

লাসিও পোঃ

উত্তর সান রাজ্য উপর বর্ম্মা

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০৮

শ্রীচরণকমলেষু

মা! আজ দুইমাস যাবত আপনার কোন পত্রাদি না পাইয়া নিতান্ত চিন্তিত হইয়া দুইখানি টেলিগ্রাফ করিয়া উত্তর পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যাহা হউক সদাসর্ব্বদা পত্র লিখিতে ভুলিবেন না কারণ তাহা হইলে আমাকে বড়ই চিন্তিত হইতে হয়। গত মাসে আপনার নিকট ৩০৲ টাকা পাঠাইয়াছি তাহা পাইলেন কিনা বুঝিতে পারিলাম না। টাকা ৩০৲টী পাইলেন কিনা লিখিবেন। আগত মাসে ৫০৲ টাকা পাঠাইব। কিছু বুঝিয়া সুঝিয়া দু' পয়সা জমা কবিতে চেষ্টা করিবেন কারণ টাকার বহু দরকার হইবে, আর দাদার নিকট হইতে সংসার খরচ বাবদ কিছু কিছু আদায় করিবেন ও জমা করিবেন কারণ বাটী করিতে

টাকার দরকার হইবে, একটু বুঝিয়া সুঝিয়া খরচ করিবেন দু' দশ টাকা লগ্নি করিতে চেষ্টা করিবেন। আমাদের বাটী করা সম্বন্ধে শ্রীযুৎ তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করা নেহাত উচিত। তাঁহার মতামত অনুসারে কার্য্য করাই আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য কারণ আমি কিছুই ঠিক করিয়া বুঝিতে পারি না জানিও না কাজেই তাঁহার সাবগত পরামর্শ নেহাত দরকার। আমরা গরীব, গরীব ভাবেই বাড়ী প্রথম করিতে হইবে পরে আবশ্যক মত বৃদ্ধি করা যাইবে। আমার শরীর ভাল নাই আসিবার দিন বাড়ী হইতে রওনা হইয়া আসাতে মনটা বড়ই খুঁত খুঁত করিতেছে কি জানি কি হয়।

শ্রীমান্ মুকুন্দ এবার কোন ক্লাসে পড়ে তাহা লিখিবেন এইবার পরীক্ষায় কত হইয়াছে? তাহাকে মন দিয়া লেখাপড়া করিতে বলিবেন তাহার উপর আমার বড় আশা আছে। ছোট খোকা আদরের ধন বলিয়া তাহার পরকাল পরিষ্কার করিবেন না তাহার ফল আপনাকে ভোগ করিতে হইবে না, কিন্তু আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে হইবে, কাজেই তাহাকে স্কুলে দিতে ও সে স্কুলে যায় কিনা ও লেখাপড়া করে কিনা তাহা দেখিতে উদাসীন হইবেন না। আপনি পত্রে আমার প্রণাম জানিবেন আগতে মঙ্গল সংবাদ দানে সুখী ও সেবকানন্দ করিবেন। মেচু কোন খানে আছে?

সেবক শ্রীমোহিত

* *

মোহিতকৃষ্ণ ইংরাজী ১৯০৯ সালে বৈশাখ মাসে কলিকাতা নগরীতে পরলোক গমন করে। পরলোক গমনের ২।৪ দিন পরে কলিকাতা অবস্থান কালে স্বপ্ন দেখিলাম, সে বরাবর শান্তিপুরের ৺জলেশ্বর যাইবার পথ দিয়া গমন করিতেছে, আমি পিছনে পিছনে যাইতেছি, সে একেবারে ৺জলেশ্বরের শিব মন্দিরে উঠিল ও শিব সন্নিধানে উপনীত হইয়া আমাকে কহিল, মা তুমি বাড়ী যাও, আমি এইস্থানে রহিলাম।" এই বলিয়া সে সুবৃহৎ ৺জলেশ্বর শিবলিঙ্গের সহিত মিলাইয়া গেল।

দুইখানি পুরাতন পত্র

মুঙ্গের

২৮শে আশ্বিন, ১২৮৫

বন্ধুবরেষু

আমি ১১ দিন হইল এখানে পৌছিয়াছি। এখানে পৌছিয়া শ্রীমতী কমলকামিনীকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম কিন্তু তাহার প্রত্যুত্তর না পাইয়া ভাবিত আছি, কি কারণে পত্র পাইতেছি না জানি না।

এখানে আসিয়া অনেক ভাল আছি। মাথার যন্ত্রণা অনেক কমিয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা মস্তিষ্ক অনেক স্নিগ্ধ বোধ হয়। ক্রমান্বয়ে ৫।৬ ঘণ্টা অধ্যয়ন করিতে পারি, ইহার মধ্যে মাথা গরম হয় না। শারীরিক দুর্ব্বলতা একটু কম এ পর্য্যন্ত জ্বর হয় নাই।

এখানে কিছুদিন থাকিলে শারীরিক সমস্ত গ্লানি দূর হইবার সম্ভাবনা, শিবনাথবাবুর স্ত্রীরা আমায় যথেষ্ট সেবা করিতেছেন।

আমি অত্রস্থ ব্রহ্মমন্দিরের নিয়মিত সামাজিক উপাসনার কাজ করিতেছি। মধ্যে অসুখ হইলে অন্যেরা কাজ করিয়া থাকেন। রবিবার দিন প্রাতে ও বৈকালে সামাজিক উপাসনা হয়। এবং বুধবার দিন বৈকালে সামাজিক উপাসনা হয়। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মদের বাসায় উপাসনা হয়। চণ্ডীচরণ সিংহ মহাশয়ের বাসায় নিয়মিত ভাবে প্রতি শুক্রবার উপাসনা হয়। আমার শরীর একটু সুস্থ হইলে আমি জামালপুর যাইব। বিজয়বাবুকে আমার নমস্কার দিয়া সকল বৃত্তান্ত জানাইবেন। কালীনারায়ণবাবু কৈলাসবাবু জালালমিঞা প্রভৃতিকে আমার নমস্কার ও কুশল সংবাদ দিবেন। আমি ভাল আছি আপনি আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।

ঠিকানা বড়বাজার
শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী
মহাশয়ের বাসা। মুঙ্গের।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ

ঢাকা বানিটোলা
৩০শে ভাদ্র, ১২৮৬

বন্ধুবরেষু

আপনার কেমন ভাগ্য বুঝিতে পারি না। আমারই পীড়ার

মধ্যেই আসিয়া আপনার পত্রগুলি উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য সময়মতে প্রত্যুত্তর দিতে পারি না কাজেই আপনার অনুযোগের ভাগী হইতে হয়। কি করি আমার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আপনি তো রোগশোক বুঝেন না, পত্রের প্রত্যুত্তর পাইলেই সন্তুষ্ট হন কি স্বার্থপর লোক!!! পূর্ব্বপত্রে আমার রোগের বিষয় লিখিয়াছিলাম কিন্তু তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই অনুযোগ বেশ টাটকা রকম আসিয়াছে। আপনি স্কুলিবের কাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া দুঃখিত হইলাম, দুঃখিত হইবার কারণ এই যে, আপনার দ্বারা সময়ে সময়ে আমাদের দেশের লোকের উপকার হইত। যাহা হউক সেখানে থাকিয়া উপযুক্ত অর্থ উপার্জ্জন করা যায় তথায়ই থাকা উচিত, এখন কি শ্রীহট্ট যাইতে সংকল্প করিয়াছেন যাহা করেন জানাইবেন।

মধ্যে পরেশবাবু একবার এখানে আসিয়াছিলেন তখন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই তিনি কলিকাতা গিয়াছিলেন পুনরায় গতপরশ্বঃ দিবস এখানে আসিয়াছেন বোধ হয় সম্প্রতি আর কোথাও যাইতেছেন না। এবার রোগের মধ্যে আপনাকে ও তাঁহাকে বার বার স্মরণ করিতে হইয়াছিল। কারণ গত বৎসর রোগের সময় আপনারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বৎসর চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারীর অভাবে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছে। এমন কি ঔষধ পথ্য দেয় এমন লোক ছিল না।

আমার স্ত্রীরও জ্বর হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা আরোগ্য লাভ করিয়াছি। রোগের সময় পরেশবাবু না থাকিলে বড় ভয় হয়। পরেশবাবুকে পাইয়া একটু বল হইয়াছে। তিনি বলিলেন আপনার পত্র পাইয়াছেন শীঘ্রই প্রত্যুত্তর দিবেন।

কামিনীকান্ত গুপ্ত সপরিবারে শ্বশুরালয় গিয়াছিলেন, গত পরশ্বঃ দিন এখানে আসিয়াছেন গতকল্য নোয়াখালী যাইবেন। উপরে রোগের কথা লেখাই হইয়াছে, তবে একটা সুখের সংবাদ দিতেছি কলিকাতার হরনাথবাবুর কন্যা শ্রীমতী হেমলতার সঙ্গে বন্ধুবর কালীনারায়ণবাবুর বিবাহ সুস্থির হইয়াছে আগামী অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হইবে। বরযাত্রীক হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। বিশেষতঃ বরপক্ষে ঘটক চূড়ামণি আমি স্বয়ং আমরা এক প্রকার ভাল আছি আপনার শুভ সংবাদে সুখী করিবেন।

প্রেমাকাঙ্ক্ষী

শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

কলিকাতা

১৬।৯।৭৫

প্রিয় কৈলাসভায়া!

আমার আলিঙ্গন ও ভালবাসা গ্রহণ কর তোমার পোড়ার মুখ স্মরণ করিয়া যদি অপবিত্র হইব এই ভাব মনে আসিত তাহা হইলে কোনকালেও স্মরণ করিতাম না। তুমি তোমার গৌরব

বুদ্ধি করিলে? তোমার গৃহিণী ব্রাহ্মণকন্যা তাঁহাকে প্রণাম ব্যতীত কি করিতে পারি?

বাবুর শরীর আজকাল ভাল নাই, কালীনাথদাদা ও অপরাপর ভায়ারা প্রায় সকলে ভাল আছেন নরহরি ভায়া ভাল আছেন তাঁহার পত্র পাইয়াছেন কি? কালীনাথদাদার গ্রন্থের গুরুতত্ত্ব পাঠের কথাই আমি আপনাকে লিখিয়াছিলাম, বৈষ্ণবতত্ত্ব আমাদিগের পক্ষে অতিশয় কঠিন বলিয়া বোধ হয়।

তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তাহা নূতন বলিয়া বোধ হয় না—বোধ হয় তাহা পূর্ব্বজন্ম হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গুরু ও তাঁহার ভক্তের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা প্রাকৃত নহে অপ্রাকৃত সুতরাং অতি মধুর। সারদা ভায়াকে আমার আলিঙ্গন ও ভালবাসা গ্রহণ করিতে বলিবেন তিনি কি এখানে আসিবেন? অনাথ ও মন্মথ এবং গৃহিণী ভাল আছেন। আপনার কুশল লিখিবেন।

তোমার দাদা শ্রীনাথ

শ্রীশ্রীহরি

শরণং

সুতরাগড়, শান্তিপুর
২৬শে কার্ত্তিক ১৩৪৩

শ্রীচরণকমলেষু

অশেষ প্রণাম পুরঃসর নিবেদন মিদং

স্নেহময়ী, পুণ্যময়ী, দয়াবতী জননীস্বরূপা, আপনি আমাকে যে আশীর্ব্বাদলিপি পাঠাইয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমি ধন্য ও

কৃতার্থ হইয়াছি। আপনার সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম তাহা আন্তরিক বিশ্বাস বশতঃই লিখিয়াছিলাম কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই।

আপনি ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছেন আমিও প্রথম জীবনে ব্রহ্ম ভাবাপন্ন ছিলাম। সাধু মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতর দিয়া না আসিলে সহজে ব্রহ্মকে চিনা যায় না। তজ্জন্য আমি আপনার জীবনকে বড়ই স্পৃহনীয় মনে করি।

বহু পুণ্যবলে আপনি একজন দেবদুর্ল্লভ মহাপুরুষের শ্রীচরণে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। জ্ঞানে ও গুণে আপনি সত্য সত্যই আমাদের জননী স্বরূপা। মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে শ্রীমদালসা দেবী যেমন স্বীয় পুত্রগণকে নিবৃত্তির পথ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগের মনুষ্য জীবন সার্থক করিয়াছিলেন, আপনিও তেমনি সংসারে আমাদের জীবনকে সদুপদেশাদির দ্বারা বিশুদ্ধ পবিত্র করিবেন!

স্বর্গীয় মুকুন্দকৃষ্ণের জন্য আপনি দুঃখ করিবেন না। আপনার সর্ব্বজ্ঞ, শ্রীগুরুভ্রাতা সত্যই লিখিয়াছেন যে—শ্রীভগবান অমরধামে উচ্চতর কার্য্য দিবার জন্য আপনার মুকুন্দকে সরাইয়া লইয়াছেন। মুকুন্দ আমার বড় প্রিয় ছিল। তাহার জন্য আমারও প্রাণ সময়ে সময়ে কাঁদে।

আপনার প্রেরিত শ্রীশ্রীসন্তদাস মহারাজের জীবন-স্মৃতি

ভক্তি সহকারে পাঠ করিয়াছি। আপনি যেরূপ ভক্তির সহিত শ্রীগুরুদেবের পুণ্যময়ী কথা বিবৃত করিয়াছেন তাহা বড় আনন্দপ্রদ। কিন্তু আশা মিটিল না। শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে সুবিস্তৃত বিবরণ পাইবার জন্য প্রাণ লালায়িত। জানিনা এ দীনের সাধ পূর্ণ হইবে কি না।

আপনার কেদার-বদরী ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমিও গত বৈশাখ মাসে সপরিবারে কেদার-বদরী দর্শনে গিয়াছিলাম। আমি ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ চলিতে অক্ষম। সুতরাং আমাকে দাণ্ডীতে যাইতে হইয়াছিল। আপনার নেপাল ভ্রমণ অদ্যাপি দেখি নাই। আপনার প্রেরিত পুস্তকের শেষভাগে পূজনীয় ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাস মহাশয়ের মন্তব্য পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। ভগবানের চরণ বিস্মৃত না হই এই আশীর্ব্বাদ করিবেন।

স্নেহ ও কৃপাভিখারী
প্রণত শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস

আমার খাতা কিম্বা ছেঁড়া খাতার ক'পাতা

১০ই অগ্রহায়ণ রবিবার, ১৩০১ সাল

সকালে বেলা ১০ দশটার সময় শ্রীশ্রীগুরু দেবের নিকট (জগৎবাবুর নিকট) সাধনার ভক্তি বীজ লাভের ইচ্ছায়

ডাক্তার বাবু (৺কৈলাসচন্দ্র বাগছী) কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন। যখন রওনা হইবেন, তাঁহার গুরুদেব জগৎ বাবুর ফটোগ্রাফকে লক্ষ্য করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কত কি বলিলেন। আর আমাকে বলিলেন, ইঁহাকে খুব ভক্তি করিবে, সকালে বিকালে প্রণাম করিবে। আর নিজের শরীরটাকে যত্ন কবিবে। ঈশ্বর দত্ত শরীরের যত্ন না করিলে পাপ হয়। ভৃত্য কার্ত্তিকরাম জিনিসপত্র বান্ধা ঘাটে নৌকায় তুলিয়া দিয়া আসিল। গামছা ফেলিয়া গিয়াছেন তাহা আর দেওয়া হইল না।

সোমবার ১১ই

ছেলেরা পড়িতেছে, রাত্রি সন্ধ্যা সাতটা, ডাক্তার বাবুর লিখিত ফেচুগঞ্জের কার্ড পাইলাম, কার্ডখানা কে আগে পড়িবে আমাদের মধ্যে তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। সকলে তাড়াতাড়ি করিয়া পড়িলাম।

১৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার, ১৩০১ সাল

আমরা সকলে ভাল আছি, আমরা বড় ঘরে ঘুমাই, কার্ত্তিক রাম বাহিরের ঘরে এবং অপর হিন্দুস্থানী ভৃত্য ফেকু বাহিরের ঘরের বারান্দার খোপে ঘুমায়। আজ সন্ধ্যাকালে ডাক্তার বাবুর কলিকাতা পৌঁছানো পত্র পাইলাম। খাবার সময় আমরা বলাবলি করিতেছিলাম, আজ পত্র আসবে ঠিক সেই সময় পত্র আসিল। ছেলেরা তখনি উত্তর লিখিয়া দিল। তাহারা আনন্দে

রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত জাগিল, আমি তাহাদের জন্য পাঁচটা বল সেলাই করিলাম।

কাল ১৯শে অগ্রহায়ণ হরিদাসের জন্মদিন, আজ সেইজন্য খাবার তৈরী করিতে বড় খাটিতে হইয়াছে। হাতে টাকা নাই ভগবান যোগাড় করিবেন। আজ কার্ত্তিকরামকে একখানি কাপড় দিলাম। আজ বৈকালে হেড্‌মাষ্টার দুর্গাকুমার বাবু আসিয়াছিলেন এবং সাব্‌রেজিষ্টার মহিম বসু মহাশয় আসিয়া ১০৲ দশ টাকা দিয়া গিয়াছেন। ওভারসিয়ার কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় সর্ব্বদা আমাদের খোঁজ খবর করেন। খরচ হাতে নাই জানিয়া বড় ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

১৯শে মঙ্গলবার

আজ শ্রীমান্ হরিদাসের অর্থাৎ বড়ছেলে প্রফুল্লকৃষ্ণের জন্মদিন। তাহাকে এবং মেজছেলে তপস্বী, মেন্টু (সুধাকৃষ্ণ) ও মুকুন্দকে হলুদ মাখিয়ে স্নান করিয়ে পায়েস খাইতে দিলাম। আজ মুকুন্দ আক্ দুইখণ্ড দেখিয়া বলিল, মা এই আক্ বাবা খায় বলিয়া তুলিয়া রাখিল। কাল গাছ হইতে আক কাটিব শুনিয়া বলিল মা বা আয় আক্ খায় না, বা আক খায়। চিঠি আসিলে মহা খেলায় ব্যস্ত থাকিলেও উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে আসিয়া বা বিউ আন, বল আন্, বৌ আন্ বলিয়া পড়ে এবং নানা কথা বলিতে থাকে। আজ হরিচরণবাবু ও কবিরাজ

মহাশয় আসিয়াছিলেন, আমি মহা ব্যস্ত ছিলাম তাই হাত দেখান হয় নাই। কাল হাত দেখিয়া ঔষধ দিবেন বলিয়া গিয়াছেন।

হে দয়াময় প্রভু! তুমি বড় দয়াময়, লোকে কেন যে তোমার দয়া দেখিতে পায় না, তা আমি বলিতে পারি না। তুমি চিরদিন আমাকে দয়া করিয়া আসিতেছ। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলাম ডাক্তার বাবুর রাস্তায় যেনো কষ্ট না হয়, তা তুমি রাজাদের মতন করিয়া লইয়া গিয়াছ। ধন্য তোমার মহিমা, ধন্য তোমার করুণা, ধন্য তোমার আমার প্রতি ভালবাসা! প্রভো আমি স্বার্থপর, মন আবিলতায় পরিপূর্ণ। আমাকে তুমি এত দয়া কর আমার অন্তর আসনে তুমি সদা উপবিষ্ট থাক। আমি অন্তরের টানে ভালবাসা ফুল চন্দনে সদা যেন তোমায় পূজা করিতে পারি। প্রভো! আমার বাসনা পূর্ণ কর, প্রণাম করি আশীর্ব্বাদ কর।

প্রণতা দাসী।

২০শে বুধবার, ১৩০১, শ্রীহট্ট

আজ প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া আরাধ্য দেবতা ভগবানের উপাসনা করিয়া পরে গুরুদেবের চরণে প্রণাম করিয়া স্বর্গস্থ দেবতা এবং সাধু আত্মা সকলকে প্রণামান্তে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি তখন মনের মধ্যে এমন অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইল এবং সেই, সঙ্গে মনে হইল স্বর্গের দেবতারা আমার দিকে তাকাইয়া আমাকে

আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, আমি অতিশয় পুলকিত হইলাম।

আজ বোস্‌ঠাকুর সন্ধ্যার সময় খরচের জন্য দশটী টাকা দিয়া গিয়াছেন। আজ ছেলেরা ভাল আছে। তপস্বী যত্ন করিয়া সকল খাদ্য জিনিস আমাকে খাওয়ায়, না খেলে ভারি বিরক্ত হয়।

২১শে অগ্রহায়ণ

আজ ছেলেরা ভাল আছে। কোন গোলমাল করে নাই। আমার জ্বরও আসে নাই। বৈকালে সারদাবাবু উকিল কি কাগজপত্র দেখিতে বাসায় এসেছিলেন। আমি চাবি দিলাম তিনি কাগজপত্র দেখিলেন। আজ মাসিক জিনিস পত্র আনাইলাম। ঈশ্বর আমাকে বসিতে দিবেন না, যে প্রকারে হয় খাটাইবেন। কার্ত্তিকরাম চাকর আছে, ফেকু রাত্রিতে বারান্দায় ঘুমায়, সকল দিক ভাল, কোন উৎপাত নাই।

২২শে অগ্রহায়ণ।

আজ আমি বেশ করিয়া তেল মাখিয়া স্নান করিয়াছি। তপস্বী আজ বিলম্বে স্নান করে এবং গা মোছে না, বলিলে, বিকট চীৎকার করে, সেই জন্য তাহাকে মারিয়াছি।

আজ মামার নিকট পত্র লিখিয়াছি। বৈকালে আমার জ্বর হইয়াছে, এ সূতিকাজ্বর, যাবার নয়। বৈকালে হেডমাষ্টার জানকীবাবু এসেছিলেন, আমাকে ঔষধ খাইতে বলিলেন; আমি এক সপ্তাহ জ্বরের গতি দেখিয়া ঔষধ খাইব বলিয়াছি।

২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩০১

আজ শরীরে বড় কষ্ট, পিঠের দাঁড়া ফেটে যাচ্ছে—আজ ছেলেরা কোন গোল করে নাই। ডাক্তার বাবুর পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—

আমি তোমার কগ্নদেহে পাঁচটী টাকা হাতে দিয়া অন্যে টাকা বাব দিবে এই আশ্বাস দিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় তোমাদিগকে ছাড়িয়া যেজন্য এখানে আসা তাহার ফল এ পর্য্যন্ত পাইলাম না। ইহার একমাত্র কারণ তোমাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার। আমি করজোড়ে তোমার ও কার্ত্তিকরামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা সকলে আমাকে ক্ষমা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেজন্য এখানে আসিয়াছি তাহা যেন আমি লাভ করিতে পারি। কার্ত্তিকরামকে আমার কথা বলিও এবং আমার কাশ্মিরী কোট তাহাকে দিও এবং বেশী করিয়া যত্ন করিও। আমার শারীরিক মঙ্গল।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বাগচী

পত্রের উত্তরে তুমি কেন এইরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছ, ইহা ঠিক হয় নাই। তোমাকে প্রসন্নমনে বলিতেছি, তুমি অক্ষয় ধনের অধিকারী হও। তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক। তোমার গুরুদেবের কৃপালাভে সমর্থ হও। কার্ত্তিকরামকে তোমার কথা বলেছিলাম, সে বলিল, আমি তাঁর চাকর, তিনি আমার মুনিব,

আমি কিরূপে আশীর্ব্বাদ করিব। এই সব বলিয়া বিনয় প্রকাশ করিল। তুমি আশাপ্রাণে প্রেমময়ের দিকে তাকাইয়া থাক, তিনি তোমার বাসনা পূর্ণ করিবেন। রাজলক্ষ্মী

২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩০১

আজ প্রাতে ডাক্তার বাবুর জন্য ভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিলাম এবং স্বর্গস্থ দেবতা, সাধু আত্মা ও আত্মীয় স্বজনের কাছে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলাম। আজ আমরা বেগুণ ও ঝালের চারা রোপণ করিয়াছি। বৈকালে হরিদাসের সঙ্গী প্রমোদ এসেছিল। রাত্রিতে কার্ত্তিকরামের মা ও স্ত্রী এসেছিল, আজ হরিচরণ বাবু দশ টাকা দিয়া গিয়াছেন।

আজ এই কবিতা মনে উঠিতেছে

আশীর্ব্বাদ করি আমি কায়মনোপ্রাণে।
হউক তোমার সেই বিভুপদে মন ॥
জীবন উৎসর্গ কর তাঁহার ও চরণে।
তবে ত পাইবে আনন্দ তোমার ও মনে ॥

২৫শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩০১ সাল

আজ প্রাতে দিঘীতে জল আনিতে গেলাম, তখন আকাশ ও চারিদিকের শোভা মনকে বড় মুগ্ধ করিল। আমি চিরদিনই সকালে উঠি, সকালের সুন্দর শোভা আমার মনকে আনন্দিত

১

করে। আজ এই সকল কথা আমার মনে উঠিতে লাগিল, আমি গানও জানি না, পদ্য বা কবিতাও জানি না।

সুপ্রভাতে প্রাণমন।
গাওরে বিভুর যশ গান॥
পক্ষী সকল মধুর স্বরে।
গাহিছে বিভুর গুণগান॥
স্বর্গীয় শোভা হয়েছে ভূতলে।
বিভুর শান্তি-বাতাস এসে॥
জুরায় জীবগণে।

নিজে প্রভু আজ সুপ্রভাতে,
প্রেম অন্ন লয়ে বিলাতে,
এসেছেন সবে॥
এখন আর ঘুমে অচেতন
থেক না মন।
লও গো প্রীতি-উপহার
আনন্দ ভরে॥

দিও না ফিরিয়ে
জগৎ ঈশ্বরে।

ছেঁড়া খাতার কয়েক পাতা

২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩০১

জ্যোৎস্নায় শেষ রাত্রের শোভা দর্শনে

১

ওরে বিশ্ব বল না আমারে,
কে তোমারে মণিমুক্তা আভরণে,
এমন করে সাজালে রে।

কার মণিমুক্তার আভরণ পরে
হাসছ তুমি এত করে,
দেখাতে কি পার আমায়
তাঁরে।

তোমার মণিমুক্তার ঝলঝলিতে,
আমার প্রাণ কেমন
করে যে।

আজ আমি তোমার সনে,
যাব সন্ধানে তাঁহারে।

২

ওরে মন-বিহঙ্গ জাগবে ?
চেয়ে দেখ কি শোভা হয়েছে,
আজ ধরাতলে।

প্রকৃতি দেবী সেজেগুজে
কচ্ছেন তার অভ্যর্থনা,
উষা-সতী হেসে হেসে,
কচ্ছেন বরণ প্রাণের ঈশ্বরে।

জাগরে প্রাণ মন,
কর বিভুর উপাসনা,
বিভুপদে পুষ্পাঞ্জলী
কররে অর্পণ।

জেগেছে যত জীবগণে,
কচ্ছে বিভুর আরাধনা।
সার্থক মানব জন্ম পেয়ে
এ সময়ে থেক না ভুলে
সে অমূল্য ধনে।

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩০১ মঙ্গলবার

আজ আমরা ছোলা বুনিয়াছি এবং কুমড়া বীজ রোপণ করিয়াছি। ঘর বারান্দা ভাল করিয়া লেপিয়াছি, সামান্য রান্না করিয়াছি। আমার জ্বর ক্রমেই বাড়িতেছে, আজ সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সমভাবে আছে। আজ কবিরাজ মহাশয়কে খবর দিয়াছি, তিনি কাল প্রাতে আসিবেন বলিয়া দিয়াছেন। হরিচরণ বাবু ১০৲ টাকা দিয়া গিয়াছেন।

গভীর নিশীতে

কে তুমি দাঁড়িয়ে এ ঘোর নিশীতে
দিতেছ পাহারা একাধারে জাগিয়ে।
নাহি কি গো আলস্য তোমার,
নাহি কি গো বিশ্রাম তোমার,
একাধারে দিতেছ পাহারা।

ক্ষুধা তৃষ্ণা আলস্য ভুলে,
সবের করিছ সেবা,
তবু না গ্রাহ্য করে সবে।

তুমি আছ সবের,
সবে তোমার নয়।
তুমি সকল সয়ে   এ ঘোর নিশীতে
একাকী দিতেছ পাহারা।
শ্রীচরণে বিকাব   দাসী হয়ে রব।
প্রাণ সঁপিব আমি প্রভুর ও চরণে॥
তিনি বিনে কি ধন আছে,
এ ঘোর সংসার ও বিজনে॥

সংসারাসক্তি

সংসার ও আমি এ দুই হবে না তোমার।
যদি চাও আমায় তবে ভোল সংসারাসক্তি।
সংসার আসক্তি লয়ে কত কাল আর ঘরে রবে বল
যেতে হবে শেষের দিনে   সব ফুরিয়ে যাবে,
সঙ্গে নিবে কি ?
সংসার বাসনা আর রাখবে না তোমায়।
থাকবে আত্ম-পরিজন কেহ সঙ্গ লবে না।
কি হবে সংসারে রাখলে তিনি শ্রীচরণে,
সকল দুঃখ দূরে যাবে।

শেষের সময়

শেষের দিনে সব ফুরিয়ে যাবে,
শেষের দিনে কিছু রবে না আপন
সব শূন্য হবে।
মৃত্যুর বিভীষিকা দেখে ভয় পাবে,
শেষের সম্বল বিনে, হতাশ হবে মন ;
তখন মনে হবে কি ধন ফেলে
রেখেছি ভুলে।

মরণ কাল

অগাধ জলে পড়ে হাবুডুবু খেতেছি,
ডুবতে আর বাকী নাই।

প্রভু কৃপা করে আঁচল বাড়িয়ে,
তোল আমায়।

নিজ কর্মদোষে পড়ে গেলাম জলে,
এখন আর উপায় দেখি না

না জানি সাঁতার, আমি পাই না কূল কিনারা
ডুব্‌ব এখনি।

প্রভু এখন দয়া না করলে দয়ার সাগরে
পড়বে কলঙ্ক।

আঁচল বাড়িয়ে প্রভু তোল আমায়
মরে আমি ভেসে যাব এ কি প্রভু
প্রাণে সবে তোমার।
আমি যে তোমার ধন।

২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩০১ সাল, শ্রীহট্ট

এবার ভগবান আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন। চাকরের আনুগত্য, লোকের সহানুভূতি, সকলের সুখাবস্থায় এই সমস্ত আমার জীবনের মহোপকার সাধন করিল। কয়েক বৎসর আমার অবস্থায় আমি জীবনের মহা পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছি। লোকে বলিয়াছিল, সেই সকল অবস্থা আমার বড় কষ্টের কারণ হইয়াছিল। কিন্তু ভিতরে তিনি কি উপকার সাধন করিলেন, লোকে তা কি বুঝিবে। তিনি বড় দয়াময়, এরূপ অবস্থায় মানবের প্রতি বড় দয়া করেন। মানুষ স্থির হৃদয়ে সহ্য করিতে পারে না, তাই দেখিতে পায় না।

২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩০১

আজ আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুদিন তিথি। তাহা স্মরণার্থ দেবালয়ে কিছু পূজা পাঠিয়েছি এবং আমি হবিষ্য করিয়াছি। তিনি তো ভগবানের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে আনন্দে আছেন। তবে তাঁহারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন, সেইজন্য তাঁহার সম্মানের জন্য একটু করিলাম।

হে আমার একান্ত করুণাময় দেব! তুমি আমায় বড় ভাল বাস, আমি তো তোমাকে কিছুই ভালবাসিতে পারিলাম না। আমি কি সম্বল লইয়া তোমার সহিত মিলিত হইব। আমার যাইবার সম্বল কিছুই নাই। এদিকে ইহকালের সময় ফুরিয়ে আসছে। প্রভু তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া মৃত্যু সময়ে আমাকে দেখা দিও। আমি তোমার সুস্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে তোমার সহিত মিলিত হইতে পারি। তুমি আমাকে বিশ্বাস দাও এবং সেই দিনে নির্ভয় দিও। সকলকে ভাল রাখ। প্রভু তোমার শ্রীপদ্মে প্রণাম করি। আশীর্ব্বাদ কর।

কাল আমাদের খোজ লইতে শিক্ষক জানকীনাথ সেন মহাশয় আসিয়াছিলেন।

১লা পৌষ ১৩০১ সাল শ্রীহট্ট

হে আমার দয়াময়, হৃদয়ের দেবতা! তুমি সর্ব্বদা আমাকে পবিত্র ভাবে রক্ষা করিতেছ? আমি অনেক পাপ ধূলা মাখিয়াছি,

তুমি আস্তে আস্তে পরম কৃপায় মুছাইয়া দিতেছ? আমি আর যেনো ধূলা না মাখি। প্রভো! তোমার প্রসাদ লাভেই আনন্দ, পাপ ধূলায় কিছুমাত্র আনন্দ নাই। তোমার করুণায় সে কথা বেশ বুঝিতেছি। তোমার এ সংসারের ভার তোমার উপর। তুমি যখন রক্ষক, তখন আমাদের ভয় নাই। তুমি সর্ব্বব্যাপী ভগবান, তুমি সকল স্থানেই আছ, যাঁহাদের তুমি দিব্য চক্ষু দাও তাঁহারাই তোমাকে দেখিয়া থাকেন। প্রভু! তোমার উজ্জ্বল আশীর্ব্বাদ আমার জীবনকে উন্নতির পথে লইয়া চলুক। প্রণাম হই, আশীর্ব্বাদ কর।

সেবিকা

রাজলক্ষ্মী—

২রা পৌষ রজনী ৫টা ১৩০১

আমি এখন স্বপ্ন দেখছি, আমি কলিকাতায় কি শান্তিপুরে ঠিক করিতে পারিতেছি না। আমি আর গোপাল দাদার বৌ উপর ঘরে গেলাম, সেখানে ঘরের প্রাচীর গাত্রে সংযুক্ত একটি মূর্ত্তি রয়েছেন, আমি সেই মূর্ত্তিকে আমাদের সহিত কথা বলিবার জন্য খুব অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলাম, কিছুক্ষণ পরে মূর্ত্তি অল্প হাস্য করিলেন। আমি তাড়াতাড়ি সকলকে ডাকিয়া বলিলাম, তোমরা দেখ আসিয়া মাটীর ঠাকুর হাঁসছেন। যেই সকলে আসিলেন, আর ঠাকুর হাঁসিলেন না, এমন গম্ভীর হইয়া থাকিলেন,

মনে হইল রাগ করিয়াছেন। ঠাকুরের সেবার জন্যে পায়েস না কি ছিল তাহা কিজন্য ফেলিয়া দিতে হইল। আমার মা আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন; আমি মাকে একটী টাকা দিয়া বলিলাম, মা! এই টাকাটী তোমার ইচ্ছামত খরচ করো। আজ বৈকালে শিক্ষক জানকীবাবু আসিয়াছিলেন, আমি কেমন আছি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার মাথাধরা ও জ্বর আছে।

শ্রীহট্ট ৪ঠা পৌষ মঙ্গলবার ১৩০১ সাল

আজ প্রাতে বেলা আটটার সময় বোস্ ঠাকুর এসেছিলেন, আমার অসুখের জন্য ভাবিত দেখিলাম। কাল কবিরাজ মহাশয়কে খবর দিয়া আনিতে বলিয়াছেন, তাঁহাকেও সেই সময় খবর দিতে বলিয়াছেন।

আজ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখছি। আমি ও কালনার কতকগুলি মেয়ে শান্তিপুরের গঙ্গার ঘাটে। গঙ্গার জলের মধ্যে চকচকে সোনার পদ্ম ফুটেছে। আমরা যেই আনিতে গেলাম হাতে কিছু পাওয়া গেল না, সব ছায়া। ইহা দেখিয়া আমরা বলাবলি করিতে লাগিলাম, সংসারটাও এরূপ ছায়া, হাতে দিয়া ধরিলে কিছুই পাওয়া যায় না, সব শূন্য!

৫ই পৌষ বুধবার

আজ প্রাতে কবিরাজ মহাশয় ও বোস ঠাকুর আসিয়াছিলেন, রোগ নির্ণয় হইল না। কবিরাজ মহাশয় শাস্ত্র পড়িয়া বৈকালে

জানাবেন বলিয়া গিয়াছেন। বোস ঠাকুর ৫৲ টাকা দিয়া গিয়াছেন। আজ দুটা লেপের ওয়াড় সেলাই করিলাম ও শ্রীহট্টবাসী পড়িলাম। বৈকালে ত্রৈলক্য বাবু ১০৲টা টাকা দিয়া গিয়াছেন।

৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার

আজ রাত্রিতে হরিচরণবাবু এসেছিলেন তিনি ডাক্তার বাবুর পত্র পেয়েছেন। সেই পত্র আমাদের পড়িয়া শুনাইলেন।

৭ই পৌষ শুক্রবার ১৩০১ সাল

আজ দুপুরে হরিচরণবাবু দশটী টাকা দিয়া গিয়াছেন। তপস্বীর মাষ্টার পত্র লিখিয়াছেন, সে পড়া কিছুই দিতে পারে না।

আজ প্রাতে যখন দক্ষিণ দিকের বারান্দায় অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন হঠাৎ কোথা হইতে এই কথা মনে উদয় হইল, যদি ভগবানকে লাভ করিতে চাও তবে অন্তঃকরণ কাঁচের ন্যায় নির্ম্মল হওয়া চাই, অনির্ম্মল হৃদয়ে ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে না।" আমরা সংসারের মানুষ আমাদের হৃদয় কাঁচের ন্যায় নির্ম্মল হওয়া বড় শক্ত। তবে ভগবান দয়া করিলে কিছুই শক্ত নয়।

চৈতন্য বাবু বলিয়া একজন দোকানদার, কলিকাতায় জিনিস আনিতে গিয়াছিল তার সঙ্গে ডাক্তার বাবুর দেখা হইয়াছে ছেলেরা বলিল।

৮ই পৌষ

একটা বিড়াল দুটা ছানা আনিয়াছে, ছেলেরা ছানা দুটা লইয়া খেলা করে, দুধ মাছ খাওয়ায়, ছানা দুটা দিন দিন দেখতে ভাল হচ্ছে। বৈকালে হেড মাষ্টার মহাশয় ও জানকী বাবু এসেছিলেন, হরিদাস ও তপস্বীকে অনেক উপদেশ দিলেন। প্রসন্নকুমার গুহ ও অভয় বাবুও এসেছিলেন।

৯ই পৌষ

হরিদাস বলিল ডাক্তার বাবু সারদা বাবুকে একখানি পত্র ও একটী পার্শেল পাঠিয়েছেন। আজ কবিরাজ মহাশয় এসেছিলেন আমি রোজ সকালে উঠি, সকালে উঠিলে মন প্রফুল্ল থাকে, আলস্যে নিদ্রা গেলে কোন ফল নাই, তখন ভাল লাগে, একটু পরে কষ্ট পেতে হয়, আমার আলস্যে নিদ্রা মোটেই ভাল লাগে না। এই দুঃখময় সংসারে ভগবান ভিন্ন দুঃখ দূরের উপায় নাই, সরল ভাবে তাঁর পথই পথ, সুতরাং অন্তরে বাহিরে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারিলে শান্তি নতুবা শান্তি কোথায় পাইব। প্রাণ মন দিয়া ভগবান ও সাধু মহাত্মাগণের সেবা করিলে তাঁহাদের প্রসন্নতায় আত্মা দিন দিন উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে পারে এবং আত্মা চির-সুন্দর হয়, আমারও তাহাই হোক। পরকে কটুবাক্য বলিলে নিজেরই আত্মা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ও শুকাইয়া যায়।

ঈশ্বরই আমাদের এবং সমগ্র জগতের অধিপতি তিনিই রক্ষক, ইহ পরলোকের আশ্রয় অতএব সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে আশ্রয় করা আমাদের একান্ত উচিত।

২৮শে

জনৈক কবির এই কবিতাটী মনের মধ্যে উদয় হইতেছে—

প্রেমের আরম্ভ পরের সেবনে।
প্রেমের বিকাশ আত্ম বিসর্জ্জনে॥
আমার সে প্রেম কখনও হবে না।

ভগবান যখন আমায় এত স্নেহ করেন, তখন আমার কোন ভয় নাই। তিনি ইহলোক পরলোক সকল স্থানেই আমার রক্ষক, তবে ভয় কি? তিনি সকল স্থানেই আমায় রক্ষা করিবেন।

আমার খুব জ্বর হইয়াছিল, যে দিন অত্যন্ত জল খাইতে-ছিলাম সেইদিন বোস্ ঠাকুর সাত আনা দিয়া একটি বেদানা আনিয়া দিয়াছিলেন। এই অসুখের সময় শ্রীহট্টের বন্ধুরা আমার সর্ব্বদা খোজ খবর লইয়াছেন, বোস্ ঠাকুর রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বাহিরের ঘরে বসিয়া থাকিতেন।

আমার অসুখের সময় হেড মাষ্টার দুর্গাকুমার বাবু সকল প্রকার খোজ লইতেন। একদিন কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করিতে চাহিলেন আমি বারণ করিলাম তাহাতে বলিলেন এখানে আপনাকে যত্ন করিবার কেহ নাই আমরা বাহির হইতে কিছুই

করিতে পারিব না, সে আসিলে যত্ন করিত। আবার রাত্রিতে তিনি ও জানকী বাবু আসেন, সকলে মহাব্যস্ত! পরদিন অবস্থা জানিবার জন্য হেড মাষ্টার দুর্গাকুমার বাবু, জানকী বাবু, গোপাল বাবু ও অভয় বাবু আসিয়াছিলেন।

রাত্রিতে এক অপূর্ব্ব স্বর আমি শুনিতে পাইলাম, কার্ত্তিক রামকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, ও একরূপ পক্ষী, নাম কুলী-পাখী, এইরূপ স্বর আমি আর শুনি নাই।

আজ সংক্রান্তি বোস ঠাকুরের বাসায় ছেলেদের নিমন্ত্রণ, বোস্ ঠাকুর নিজে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন। ছেলেরা সেখানেই খাইল।

১৯শে মাঘ ১৩০১

ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র রায় প্রেরিত শ্রীযুত ঈশান বাবু এবং শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে দেখিতে আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত অনেক কথা হইল। আমি তাঁহাদের বলিয়াছি আপনারা ভগবানের আত্মলোক, আমার জন্য প্রার্থনা করিবেন, ভুলিবেন না, বলিলেন, প্রার্থনা করিব, ভুলিব না।

আর এককথা বলছি মনে রাখিবেন। আমার মৃত্যুর সময়ে (সম্ভব হইলে) আপনারা আসিবেন। বলিলেন আসিব মনে থাকিবে। আমাকে তাঁহারা ক'খান বই উপহার দিয়াছেন।

আমার আজ ভাবনা কিসের,
স্বর্গীয় প্রভু নিজে এসেছেন,
দিতে দরশন।

ভুলিয়ে মধুর বোলে ঐ ডাকছেন
আমারে।

আমি পাপী নারকী কেমন করে
যাই সন্নিকটে।

ভালবাসি সংসারে ভুলে থাকি প্রভুরে,
কেমন কোরে যাই বল,
প্রভু সন্নিধানে।

আমি প্রভু ভুলে সর্ব্বদা ছাই মাটি নিয়ে,
থাকি আমি সংসারে।

পাঁকে আমার দু'পা গিয়েছে বসিয়ে
উঠতে না পারি আমি,
কেমন করে আজ আমি
যাব প্রভুর কাছে।

২০শে মাঘ, ১৩০১, শ্রীহট্ট

(১)

আমার প্রেমময় ঐ ডাকছেন আমায়,
আমি প্রেমময়ের প্রেমে ভাসবো আমি,
আর বাঁচবো না, আর বাঁচবো না।
ও প্রেমময় ও প্রেমতরী দ্যাও আমায়
আমার প্রেমময় ঐ মধুর ভাবে
ডাকছেন আমায়।
আমি আর বাঁচবো না!
চরণ তরী দ্যাও আমায়।

(২)

কি দয়াময় দু'হাতে প্রেম বিলান আমায়।
আমি পাপী ঘোর নারকী কেমন করে দাঁড়াই
প্রভুর চরণ তলে ?
প্রভু নিজগুণে অপরাধ ভুলে আমার—
দু'হাতে প্রেম বিলান আমায়।

(৩)

কি ভয় শেষের দিনে,
যদি দেন অভয় প্রভু।

তাকিয়ে থাক প্রেমময়ের মুখের পানে,
ছাড়বেন না প্রভু শেষের দিনে।
এবার প্রভু নিজে ধরা দিয়েছেন আমায়,
পাপী তাপীর কাছে কিছু লুকান রইল না।
প্রভু নিজে ধরা দিয়েছেন,
কি ভয় শেষের দিনে।

(৪)

ভুলো না ভুলো না প্রেমময়ে,
ধরে থাক শ্রীচরণ,
পাবে সুদরশন।
তাঁর অপার মহিমা গুণে,
দয়ার সাগর প্রভু দেন দরশন।
যে চায় সে পায় তাঁরে,
সাধু পাপী নাইকো ভেদ।
দয়ার সাগর প্রভু দেন দরশন
• ভুল না ভুল না প্রেমময়ে !

(৫)

ঐ প্রেমতরী পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রভু
আমি লয়ে পবিত্রতা রাশি উঠবো প্রেমতরী,

বহিবে মধুর বাতাস ভেসে যাব রঙ্গে।
হৃদয়ের দুঃখরাশি সব কোথা যাবে।
পাপ তাপ ভেসে যাবে আমার।

আমি দীনহীনা কাঙ্গাল বলে
প্রভু ছাড়লেন না আমায়,
আমার কিছু নাইকো কি দিব প্রভুরে,
প্রভু আমার হৃদয় রতন, সর্ব্বস্বধন।
কি ভাবনা আমার আছে।

ঐ আলো করে ধীরে ধীরে প্রেমতরী
যাচ্ছে ভেসে ভেসে।

(৬)

আমি হাঁসি কাঁদি নাচি গাই
প্রভুর ঐ পদ্মাসনে,
প্রভু কিছু দূরে নন, ধত্তে পাল্লে হয়,
ঘাটে, পথে, ঘরে, মাঠে,—অন্তরে বাহিরে
প্রভু করেন বিরাজ,
আমার প্রভু কিছু দূরে নন।

(৭)

ওরে তোরা শুনে যারে,
আমার প্রভুর রূপের কথা।
দেখিনি তবু জেনেছি প্রভুর কৃপা বলে।
ও সুন্দর রূপ তোরা দেখলে ভুলে যাবিরে।
সংসার বাসনা কিছু রবে নারে।
সব নিবৃত্তি হবে খালি ভাসবি
আনন্দ স্রোতে।
ভেসে ভেসে কুল পাবি নারে।
পুণ্য পবিত্রতা মেখে সেজে শুজে
আয় তোরা সকাল করে,
শুনে যা প্রভুর রূপের কথা।

(৮)

আমার প্রভু সুন্দর শান্ত জ্যোতিঃময়
রূপে আলো করা,
কি শিব শান্ত প্রভু সর্ব্ব সহিষ্ণুতাময়,
নিষ্কলঙ্ক শান্ত শুদ্ধ নিরমল প্রভু আমার
শান্ত, শুদ্ধ দেবময় প্রীতির মুরতি,
কি অপরূপ জ্যোৎস্না মাখা,
প্রভু আমার।

ভক্ত জনে রূপ দেখে
ভুলে যান সংসার বাসনা।
আমার রূপে আলো করা মধুমাখা,
প্রভু আমার।

(৯)

প্রভু তোমার প্রেমের তুলনা নাইকো,
পেলে এক কণা উথলে উঠে—হৃদয়।

মজে না আর সংসারে প্রাণ।
হয়ে যায় আত্ম-হারা প্রাণ,
আনন্দের স্রোত বহে নিরন্তর,
স্রোতে ভেসে লুটাই গিয়ে,
প্রভুর শ্রীচরণ।

অরুণোদয়ে সূর্য্যদর্শন

৯ই মাঘ, ১৩৪২ সাল।

আজি অরুণোদয়ে রটন্তীস্নানে কি শোভা হেরি।
পবিত্র ভগবৎ সৌন্দর্য্য গঙ্গাবক্ষ ভেদী॥

লোহিত গোলাপ পুষ্প রঙ্গে উদ্ভাসিয়ে।
হিমালয় শীর্ষের ন্যায় উদিছ মহিমা লয়ে॥

স্বর্ণ মণিময় তরঙ্গে গঙ্গাবক্ষ ঝলমলিয়ে।
কি আনন্দ উছলিল মানব প্রাণ তব স্বর্ণরথ দেখিয়ে॥

উঠিলে গো জগৎ স্বামী জগৎ প্রকাশিয়ে।
এ অবনী তলে তুমি আমাদের চির হিতার্থী হয়ে॥

কত রূপে কত ভাবে রাখিছ স্নেহের ডোরে।
সুমিষ্ট রসাল ফলে তৃপ্ত হই তোমা তরে॥

তুমি আমাদের কে বুঝাও কৃপা করে।
হে সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময়, এ বিশ্ব জাগে তব আলোকে॥

এ ভুবনে তুমিই চির সুন্দর আমাদের আপন জন।
সচন্দন জবা পুষ্পে অর্ঘ্য সাজিয়ে করছি বন্দন॥

সসম্ভ্রমে তোমার ঐ লোহিত চরণে করি প্রণতি।
চিরকাল আপন ভেবে দিও ধর্ম্মপথে মতি॥ •

সাধু মহাত্মাগণের কথা

শ্রীশ্রীসন্তদাস মহারাজের রচিত শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজের জীবনচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে "শ্রীশ্রী১দেবদাসজী মহারাজের দেহ-ত্যাগের পরও তিনি মধ্যে মধ্যে কাঠিয়া বাবাকে দর্শন দিতেন।" কাঠিয়া বাবা তাঁহার শরীর স্পর্শ করিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রীমুখের বাণী শুনিয়াছেন।

কাঠিয়া বাবা বৃন্দাবন হইতে আকাশ পথে আসিয়া কলিকাতায় শেষ রাত্রিতে ছাদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সন্তদাস মহারাজজীকে মন্ত্র দান করিয়া আকাশ পথে উত্থিত হইয়া গমন করেন, সেই সঙ্গে শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কেও দেখিয়াছিলেন। ইহা স্বপ্ন নহে, সত্য ঘটনা।

একদিন রাত্রে তিনি দ্বিতল গৃহে জানালার ধারে মশারী টাঙ্গাইয়া শয়ন করিয়া নিদ্রিত ছিলেন। 'উঠ' বলিয়া কে ছোট একটি 'ঢিল' ছুড়িয়া মারিল। উঠিয়া কাহাকেও দেখিলেন না, মশারীতে ছিদ্রও ছিল না।

এক দিবস তিনি খোলা ছাদের উপর শেষ রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় কে অতি মৃদুস্বরে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

একবার বোসপাড়া অবস্থানকালে ওকালতী ব্যবসায়ের কার্য্যোপলক্ষে তিনি মফঃস্বলে গিয়াছিলেন। সেই সময় কলিকাতায় বড় চোরের উপদ্রব হইয়াছিল, তাঁহার স্ত্রীকে ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করিতে হইত। একদিন অত্যন্ত গরম বোধ হইলে একটী জানালা অন্ততঃ কিছুকালের জন্য খুলিয়া রাখিবেন মনে করিয়া যেমন জানালা খুলিলেন অমনি দেখিলেন যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ জানালার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং তাঁহাকে প্রফুল্ল মুখে বলিলেন "মাই, ডর কি জন্য, আমি সর্ব্বদা তোমার সঙ্গেমে আছি।" এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই সকল কথা কলিকাতা বোসপাড়া লেনে গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবা মহারাজের সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালী শিষ্য শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের একবার অত্যন্ত অর্থকষ্ট হইয়াছিল, সেই সময় শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ পরলোক হইতে শ্রীযুক্ত অভয়বাবুর পত্নীর সন্নিধানে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, "মায়ী, শ্রাবণ মাহামে আলোকামাবস্থার ব্রত করকে, দারিদ্র্য দূর হইবে।" সেই থেকে তাঁহারা আলোকামাবস্থার ব্রত করিতেন। একবার আমি ব্রত দেখিতে গিয়াছিলাম, দেখিলাম বৃহৎ আয়োজন—ঠাকুরদের উত্তম প্রমাণ বেণারসী ও গরদ দেওয়া হইয়াছে। জিনিসপত্র খাদ্য-দ্রব্য ভূরি ভূরি সজ্জিত রহিয়াছে। তখন অর্থকষ্ট দূর হইয়াছে নতুবা এমন আয়োজন হয় না।

একবার পূজ্যপাদ শ্রীমৎবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী শ্রীযুক্তা যোগমায়া দেবী ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থান সময়ে শুনিলেন, গোস্বামী মহাশয় মৌনী মতন নিস্তব্ধ থাকেন, কেমন যেনো হইয়াছেন।" এই সংবাদে তিনি বিচলিত হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীধরকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে আসিলেন। গোস্বামী মহাশয় নিস্তব্ধ ভাবেই রহিয়াছেন দেখিলেন।

এক দিবস যোগমায়া দেবী যমুনায় স্নানে যাইবেন শুনিয়া শ্রীধর কহিলেন, মা! আপনি একটু এই স্থানে অপেক্ষা করুন আমি আসছি, পরে আমরা এক সঙ্গে স্নানে যাইব। এই কথা বলিয়া শ্রীধর ইন্দারায় জল তুলিতে গেলেন, জল তুলিয়া আসিয়া দেখেন, মা ঠাকরুণ সেস্থানে নাই। আশ্রম, যমুনা, সমস্ত বৃন্দাবন তন্ন তন্ন করিয়া খোজ করা হইল, কোথাও নাই। তিন দিন পরে বালাজীর মন্দিরের একজন লোক আসিয়া কহিল, তোমাদের মাঠাকরুণ বালাজীর মন্দিরে আছেন। সেখান হইতে তাঁহাকে লইয়া আসা হইল। কোথায় ছিলেন জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন, শ্রীগুরুদেব আমাকে মানস-সরোবরে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার অল্পদিন গত হইলে যোগমায়া দেবী পরলোক গমন করেন।

শ্রীমৎসন্তদাস মহারাজজী আমার নিকট সংসারাশ্রমে থাকিতে

এই গল্প করিয়াছিলেন—এক সাধু-স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির সংসারাশ্রমে তিক্ত বিরক্ত হইয়া অরণ্যে গমন করতঃ সুস্থ মনে ভগবৎ আরাধনা করিতে ইচ্ছা করিলেন। মনের সেই ঈপ্সিত ইচ্ছা নিজ পত্নীর নিকট ব্যক্ত করিলে পত্নীও তাঁহার সহিত অরণ্যে যাইতে সাতিশয় ইচ্ছুক হইলেন। তিনি অনেক প্রকারে বুঝাইলেন, বলিলেন, তুমি গর্ভবতী, তোমার সন্তান হইলে সে সন্তান লইয়া অরণ্যে কিরূপে কি হইবে, তোমাকে সঙ্গে লইব না।

স্ত্রী বলিলেন, যিনি সর্ব্ব জীবের পালনকর্ত্তা তাঁহার হস্তে সন্তান সমর্পণ করিব।

এক দিবস পত্নীর সহিত বাড়ীঘর ছাড়িয়া বাহির হইলেন, অনেক বন বিজন পর্য্যটন করণান্তে পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় লইলেন। নির্ঝরে স্নান, বন্য ফল আহার, প্রাণ ভরিয়া ভগবানের নাম গান ইহাতেই তৃপ্ত হইয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন।

এক দিবস তাঁহার পত্নী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। পূর্ব্ব কথানুযায়ী পত্নী সেই পুত্রকে বৃক্ষপত্রে স্থাপিত করিয়া পথিপার্শ্বে রাখিয়া আসিলেন। সেই পথ দিয়া এক রাজা মৃগয়া উপলক্ষে সেস্থানে উপনীত হইলেন। এবং সেই নবজাত শিশুকে দর্শন করিয়া বড়ই পরিতুষ্ট হইলেন ও নিজ রাজধানীতে লইয়া গিয়া আপন সন্তানের মত লালনপালন শিক্ষা দীক্ষা সকলি সম্পাদন করিলেন। আপনার পুত্র না

থাকায় এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পালিত পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এক দিবস তাঁহার পালন পিতার নিকট পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণে তিনি নানা স্থানে নিজ পিতার অনুসন্ধান করিয়া সেই পর্ব্বত গুহাতে পিতার দর্শন পাইলেন। পিতার দর্শনে তৎ সন্নিধানে পিতাকে নানা প্রকারে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

পিতা কহিলেন, ইহাতে মন্দ কিছুই হয় নাই, তুমি রাজা হইয়াছ, আমি ঈশ্বর চিন্তা করিতেছি।

আমি সর্ব্বদাই তাঁহাকে বলিতাম, আমি নাম জপ করিবার সময় পাই না, সর্ব্বদাই নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়। এই কথা শুনিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, মনকে সরস রাখিয়া বহির্মুখী চিন্তা, ভাববাক্য সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া মনকে অন্তর্মুখী করিয়া যা পার জপ করিবে।

ইহার বহু দিবস গতে বৃন্দাবনধামে তাঁহাদের সন্নিধানে বিদায় লইয়া শান্তিপুর আসিবার কালীন আমাকে বলিলেন, তুমি শান্তিপুর যাইতেছ, কিন্তু এবেলা দুঘণ্টা ওবেলা দুঘণ্টা জপ করিতে মন রাখিবে। আমি তাঁহার সে উপদেশ পালন করিতে সমর্থ হই নাই তাহার কারণ আমার চির অভ্যাস আমাকে নানাদিকে ধাবিত করিয়াছে।

তিনি সিদ্ধ অবস্থায় বৃন্দাবন হইতে কলিকাতা ভবানীপুরে আসিয়া আমাদের গুরুভ্রাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন দাস মহাশয়ের ভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেই সময় আগন্তুক ভদ্রলোক সমূহের নিকট বলিয়াছিলেন, শত জন্মের পরেও শত জন্মের আগের কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। সেই প্রসঙ্গে বলেন, এক ব্যক্তির বহু সন্তানসন্ততি ছিল। তাহারা তাঁহাকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতন ও যাতনা দিতে লাগিল, ক্রমে তিনি অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সর্ব্বদা রোদন করিয়া দিন যামিনী অতিবাহিত করিতেন। এক দিবস একটি বিশিষ্ট সাধু তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিলেন। তিনি সাধুর দর্শন লাভ করিয়া কহিলেন, মহাশয় শত জন্মের কথা আমার মনে আছে তাহাতে এমন পাপ করি নাই যাহাতে এইরূপ কষ্ট পাইতে পারি তবে কি অপরাধে এইরূপ দারুণ কষ্ট পাইতে হইতেছে? এইরূপ কষ্ট পাইবার কারণ কি বুঝিতে পারিতেছি না।

সাধু কহিলেন, শত জন্ম পূর্ব্বে তুমি একটী বৃহৎ বৃক্ষতলে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া আশ্রয় লইয়াছিলে। সেই বৃক্ষে একটি মহা ধার্ম্মিক পক্ষী বাস করিতেন, তিনি পরম সমাদরে তোমাকে আহার ও পক্ষ দ্বারা বাতাস, ঠোঁট্ দ্বারা পাতা সংগ্রহ করিয়া শয্যারচনা ইত্যাদি দ্বারা তোমার শ্রমোপনোদন করিয়াছিলেন।

তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ ছিলে, তুমি মাংসের লোভে সেই বৃহৎ পক্ষীকে প্রথমে বধ করিয়া পাখা ছিঁড়িতেছিলে! পক্ষিণী ও সন্তানেরা রোদন করিতে করিতে যতই তোমার সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল অমনি সেই সকল পক্ষিণী ও শাবকদিগকে ধরিয়া মাংস সংগ্রহ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইতেছিলে। সেই শত জন্মের পূর্ব্বের কর্ম্মফল এক্ষণে ভোগ হইতেছে।

তিনি বলিতেন জগৎসংসার বায়স্কোপের ছবির ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল। পট একে একে পরিবর্ত্তন হইতেছে। তিনি আমাদিগকে সদাচারে থাকিতে বলিতেন, অসদাচারে শরীরে রোগ এবং আত্মা মলিন ভাবাপন্ন হইতে থাকে। বৃথা বেশী কথা,শক্তির অধিক ব্যয়, অস্থিরতা এই সকল পছন্দ করিতেন না। অনাড়ম্বর ভাল বাসিতেন।

নিজে উপস্থিত থাকিয়া কি বাসায় কি বাড়ীতে কি আশ্রমে সকলকে খাওয়াইতে ও আহারাদি দর্শন করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার মহা প্রস্থানের কয়েকদিন পূর্ব্বে শিবপুর আশ্রমে কয়েক জন প্রসাদ পাইতে আসিলেন। আমাদের প্রসাদ পাওয়া হইয়া গিয়াছিল, স্থান তখনও পরিষ্কার হয় নাই, তিনি ব্যস্ত হইয়া নিজের ঘরে তাঁহাদের প্রসাদ পাবার জন্য বসাইলেন। সেই সময় তাঁহার শরীর খুব দুর্ব্বল ছিল, শ্রবণ শক্তি অনেক কমিয়া গিয়াছিল। তখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন

নতুবা তিনি দর্শন শাস্ত্রের কথা বলিয়া যাইতেন। শিষ্যেরা লিখিয়া লইতেন। কাহাকেও ব্যস্ত করিতে ভাল বাসিতেন না। অন্যেও কাহাকেও ব্যস্ত করে ইহাও পছন্দ করিতেন না। অসুস্থ দেহ লইয়া কুমিল্লা ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে ভক্তদের শেষ দর্শন দিয়া আসিলেন, আর ত এ জগতে তাঁহার দর্শন কেহ পাইবেন না। সেই ১৯২২ সালে বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া আমাসা হইয়াছিল তাহা সারিয়াও সারিল না, শেষে প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিল। শরীরের দিকে কখনও চাহিয়াও দেখেন নাই। আমার মনে হয়, যদি শরীরের যত্ন লইতেন তাহা হইলে হয় ত আরও কিছুদিন এ জগতে থাকিতেন।

৺কাশীধামে কত নিরাশ্রয় লোকদের অর্থ সাহায্য করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা কিরূপ ভাবে খরচপত্র নির্ব্বাহ করিতেছেন সে খবর জানিতে পারি নাই।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী গ্রন্থে লিখিত আছে—

লালা বাবুর বাড়ীর সন্নিকটে এক রজকবাড়ীতে রজককন্যা পিতাকে কহিতেছে, বাবা উঠ, বেলা আর নাই। এই কথায় লালাবাবুর প্রাণে অপূর্ব্ব বৈরাগ্য উদিত হইল, তিনি ভালবাসার বন্ধন, অতুল বিষয় সম্পত্তি সকলি পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে রাধারাণীর চরণতলে আশ্রয় লইলেন। সেই স্থানে মন্দিরে

ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবার বন্দোবস্ত করিলেন। বহু লোক পরিতোষ পূর্ব্বক প্রসাদ পাইতে লাগিল।

এই সেবার সুবন্দোবস্তর জন্ম তাঁহাকে অনেক সম্পত্তি কিনিতে হইতে লাগিল, ইহাতে বৃন্দাবনের শেঠেদের সহিত তাঁহার খুব প্রতিযোগিতা চলিতেছিল, উভয়ে উভয়কে দেখিতে পারিতেন না।

এক দিবস লালা বাবু মনে করিলেন, আমি পরম সাধু কৃষ্ণ দাসের নিকট পুনর্ব্বার মন্ত্র দীক্ষা লইব। (সিদ্ধ মহাত্মাগণের নিকট পুনরায় দীক্ষা লওয়া যায়) এইরূপ স্থির করিয়া কৃষ্ণদাসের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মন্ত্র দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণদাস কহিলেন এখনও সময় হয় নাই। একথা শুনিয়া ব্যথিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,কৃষ্ণদাস কতজনকেই দীক্ষা দেন আমাকে কেন দিলেন না, কত হীনজনকেও দীক্ষা দিয়া উদ্ধার করিতেছেন। মনে কতই কল্পনা জল্পনা করিয়া মনে হইল, আমার আশ্রম, আমার সম্পত্তি এই সকল ভাব মনে তো উঠিতেছে। পরদিন দেবালয় ও সম্পত্তি ইত্যাদি অন্যের নামে লিখিয়া দিয়া আবার কৃষ্ণদাসের সমীপে গেলেন। সেবারও কৃষ্ণদাস বলিলেন, সময় হয় নাই। আবারও ভাবিতে লাগিলেন কি অন্যায় করিলাম যে কৃষ্ণদাস কৃপা করিলেন না, কোথায় ত্রুটী হইল। ভাবিলেন আমার আশ্রম ভাবিয়াই তো নিত্য মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইয়া থাকি, কাল হইতে

আর আশ্রমে প্রসাদ লইব না, মাধুকরী করিয়া আহার করিতে লাগিলেন। এক দিবস আবার দীক্ষাতরে কৃষ্ণদাসের সমীপে গেলেন, কৃষ্ণদাস কহিলেন সময় হয় নাই ইহাতে ব্যথিত হইয়া অনেক প্রকারে মনে দুঃখ করিতে লাগিলেন শেষে মনে হইল আমি সকল ত্যাগ করেছি কৈ অহং ত্যাগ করিনি, আমি তো শেঠের বাড়ী মাধুকরী আনিতে যাই নাই। পর দিবস স্নানাদি করিয়া শেঠের বাড়ী সর্ব্বপ্রথমে মাধুকরী আনিতে উপস্থিত হইলেন। দ্বারবান তৎক্ষণাৎ বাবুকে খবর দিল। বাবু দৌড়িয়া আসিয়া কোলাকুলি করিয়া হস্ত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। লালাবাবু কহিলেন, আমি মাধুকরী করিয়া থাকি, দ্বারে দৃষ্টি পড়িতেই দেখেন, কৃষ্ণদাস উপস্থিত রহিয়াছেন, তখন কৃষ্ণদাস লালাবাবুকে দীক্ষা দিলেন।

আসামের স্কুল ইন্সেপেক্টার শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মজুমদার রায়বাহাদুর মহাশয় শ্রীহট্টে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরুদেব আমাদিগের ভক্তিভাজন শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে কোন মহাপুরুষ একটী মন্ত্র দিয়া বলিয়াছিলেন যে এই মন্ত্র জপের দ্বারা যাহা ইচ্ছা করিবেন তাঁহা প্রাপ্ত হইবেন। তিনি একটি ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া স্থির চিত্তে মন্ত্র জপ করিয়া জগন্নাথ দেবের সদ্য প্রসাদ ইচ্ছা করিলেন। তৎক্ষণাৎ একটি লোক

উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাৎ করিল এবং কহিল দ্বার খুলুন জগন্নাথ দেবের প্রসাদ এনেছি! এইরূপ ভাবের অনেক সত্য গল্প করিয়াছিলেন যাহা শ্রবণে আমার জীবনেও আশ্চর্য্য রকম অনেক বিষয় ঘটিয়াছিল তাহার কারণ আমি শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয়ের জীবনকে পরম শ্রদ্ধা করিতাম, তাঁহার কথা পরম বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং নানা কারণে তখনকার আমারও জীবন ভাল ছিল।

ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট জয়গোবিন্দ সোমের অগ্রজ শ্রীযুৎ সনাতন সোমের জীবনকে আমার বড় ভাল লাগিত। ইঁহারা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। কলিকাতা শ্রীরামপুরে ইঁহার ভাইঝি শ্রীমতী নির্ম্মলা সোম শিক্ষকতা করেন।

সনাতন বাবু শ্রীহট্টের দুই তিন ক্রোশ দূরে আথালিয়া নামক স্থানে বাস করিতেন। সেই স্থান হইতে প্রতিদিন অতদূর হাঁটিয়া আসিয়া শ্রীহট্টে দরিদ্র ছাত্রদের স্কুল করিয়া পড়াইতেন ও দরিদ্র লোকদের হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতেন। চিকিৎসা ভাল ছিল। সম্ভ্রান্ত ধনী লোকেরা আহ্বান করিলে সেখানেও চিকিৎসা করিতেন। আমাদের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে আসিতেন। স্কুল আমাদের বাসার কাছে ছিল। অনেক রাত্রিতে বাড়ী গিয়া সামান্য একটু খিচুরী আহার করিতেন। বেশী আহার করিতেন না, বলিতেন বেশী আহার করিলে

রোগ হয়। ইনি খাসিয়ার রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন।

এক দিবস রাত্রে শ্রীহট্টের জমিদার গিরিশচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য আখালিয়া গ্রামে গাড়ী ও লোক পাঠাইলেন, ঠিক সেই সময় একজন দরিদ্র মেছুয়া তাহার স্ত্রীর প্রসব বেদনা হইয়া কঠিন অবস্থা হওয়ায় তাঁহাকে লইতে আসিল। তিনি গিরিশ বাবুর লোক ও গাড়ী ফেরৎ দিলেন, বলিলেন তোমাদের বাবু বড় বড় ডাক্তার পাইবেন, কিন্তু এই মেছুয়া কাহাকেও পাইবে না, আমি মেছুয়ার বাড়ী যাইব। অনেক জলা খাল বিল অতিক্রম করিতে তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইতেছিল। মেছুয়া বলিল, বাবু আমার পিঠে উঠুন, তিনি তাহা উঠেন নি।

একদিন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র দূর দেশে যাওয়াতে আমাকে ভাবিত দেখিয়া বলেছিলেন ভাবছেন কেন? ভগবান রক্ষা করিলে অরণ্যে বৃক্ষের উপরে রক্ষিত হইয়া থাকে। আমি তিনবার অরণ্যে বৃক্ষের উপর নিজেকে বন্ধন করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছি। তিনি রক্ষা না করিলে দ্বিতলে অনেক আত্মীয় বেষ্টিত হইয়াও রক্ষিত হয় না।

আমার দ্বিতীয় সন্তান মোহিতকৃষ্ণের এক বৎসর দুইমাস বয়সের সময় কি এক রকম রোগ আক্রমণ করিল, একটু নড়া-চড়াতেই কাঁদিত। শ্রীহট্টের ডাক্তারেরা রিকেট রোগ বলিলেন।

(ডাক্তার ম্যাকনামারা) সিভিলসার্জ্জন সাহেব বাত বলিলেন। রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ছেলে আর হামা দিতে বা বসিতে পারে না একেবারে শয্যাশায়ী হইল। সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার সাহেব জবাব দিয়া গেলেন, বলিলেন জীবনীশক্তি নেই। একজন মনিপুরী গণক গণনা করিয়া বলিলেন, আশ্বিন মাসে অমুক দিনে অমুক নক্ষত্রে জ্বর ত্যাগ হইবে। তাহা লিখিয়া রাখা হইল। ডাক্তারেরা নৌকায় করিয়া নদীতে থাকিতে বলিলেন। মজুমদার সাহেব তাঁহার তিন কুঠ্‌রী যুক্ত সবুজ রংয়ে রঞ্জিত বড় বজরা আমাদের নদীতে ভ্রমণের জন্ম দিলেন। রান্নার জন্ম দৈনিক ॥০ দিয়া স্বতন্ত্র একখান নৌকা ভাড়া করা রহিল।

কিছুদিন আমরা সুরমা নদীতে থাকিলাম, কিছুই হইল না। আবার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। দেহ হইতে মরা চামড়া ঝুর ঝুর করিয়া বিছানায় পড়িত হইত। বহু পিপীলিকা সেইজন্ম বিছানায় জড় হইত, এইরূপ ভাবে ছয় মাস অতীত হইলে গণকের গণনানুসারে আশ্বিন মাসের সেই দিনে সেই নক্ষত্রে শিশুর জ্বর ত্যাগ হইল এবং ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইতে লাগিল, সে যাত্রা শিশু রক্ষিত হইয়া গভর্ণমেণ্টের পোষ্ট আফিসে ১২০৲ টাকা মাহিনার চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিয়া ২৪।২৫ বৎসরে বাংলা ১৩১৭ সালে পরলোক গমন করে।

ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র বাগছি মহাশয় মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সেই মণিপুরী গণককে সকলের কুষ্ঠি দেখাইবার জন্য আহ্বান করেন। সেই গণক তাঁহার কুষ্ঠী দেখিয়া বলিলেন, আপনার খুব খারাপ দিন আসছে। তাঁহার রাহুর দশাতে, অত্যন্ত রোগ, দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া বৃহস্পতির দশায় উপনীত হইয়া একটু শান্তি পাইয়াছিলেন।

এক্ষণে এইরূপ বাক্য শুনিয়া রাগ করিয়া বলিলেন, আমার তো চিরদিন খারাপ সময়, আবার কি এমন খারাপ সময় আসছে?

গণক একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, মহাশয়! অবধারণ করুন, কিছু শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিবেন কি? ডাক্তারবাবু বলিলেন, কিচ্ছু না। আরও বলিলেন, মহাশয়! দেখুন তো আমার বাহনটা কি? উত্তর ব্যাঘ্র বাহন। প্রশ্ন ফল কি? আছড়ে মেরে ফেলতে চাইছে। গণক ঠাকুরকে সামান্য কিছু দেওয়া হইল তিনি চলিয়া গেলেন। আমাদের মনে এ সকল কথা স্থান পাইল না এবং সে সময় এত রকমে ব্যস্ত ছিলাম মনও স্থান পাইবার মত ছিল না। আমার সংসার সম্বন্ধে জ্ঞান অল্প। বাসায় প্রায় সকল সময়ে সংসারের নানা কার্য্যে আবদ্ধ থাকি, সংসার কিরূপ এখনও জ্ঞাত হইতে পারি নাই। আমরা আপন আপন কাজ লইয়াই আছি, ২।৩ দিন পরে মুখে লাল লাল দুই একটা ব্রণ দেখা গেল। ডাক্তার দেখেও গেলেন

মিলিয়েও গেল। ইহার দুই তিন দিন পরে ভোরে কলেরা হইল এবং বেলা তিনটার সময় পরলোক চলিয়া গেলেন, ১০।১১ ঘণ্টা রোগের ভোগ হইল।

বংশ পরিচয়

বাগছী পরিবারের বংশাবলী আলোচনা করিলে আদিপুরুষ হিসাবে ক্ষিতীশ ও ভট্টনারায়ণের নাম পাওয়া যায়।

১০৩২ খৃষ্টাব্দে, ৯৫। শকে আদিশূর নৃপতি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া পঞ্চ ব্রাহ্মণ কাণ্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আগমন করেন। ক্ষিতীশ পঞ্চ ব্রাহ্মণের এক জন। তাঁহার পুত্র ভট্টনারায়ণ রাঢ়দেশে গমন করেন। আদিশূর পালবংশীয় শেষ নৃপতিকে পরাস্ত করিয়া গৌড়াধিকার করেন। এবং গৌড় হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম দূরীভূত করেন।

ইহার পরবর্ত্তী অন্যতম বংশধর আদি গাঞি ওঝার নাম পাওয়া যায়। ইহার প্রকৃত নাম জানা যায় নাই। রাজা কর্ত্তৃক সর্ব্বাগ্রে গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া ইনি বারেন্দ্রভূমে বসবাস করেন। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ইনি প্রথম পুরুষ।

সাম বেদ

কুতুমি শাখা

শাণ্ডিল্য গোত্র

গোত্রশব্দে পূর্ব্বপুরুষ বোঝায়।

"গবতে শব্দয়তি পূর্ব্বপুরুষান্ যং।" ইতি ভরত

তিন প্রবর—শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল প্রবরস্য। গোত্র প্রবর্ত্তক মুনিগণের পরিচয় দিবার জন্য সেই বংশের কতকগুলি মুনিকে "প্রবর" সংজ্ঞা দেওয়া হয়। শাণ্ডিল্য কশ্যপ মুনির প্রপৌত্র অসিত দেবল ও কশ্যপ বংশীয়।

সাধু বাগছী

ধামসারের বাগছী

ধেঞি বাগছীর সন্তান

বনমালী ঠাকুরের ধারা

ঢাকার পশ্চিমাংশ, মালদহ, বগুড়া, রাজসাহী, পাবনা, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা বারেন্দ্রের ভূমি।

এই আদি গাঞি ওঝার কয়েক পুরুষ পরেই পীতাম্বর লাহিড়ীর নাম পাওয়া যায়। যখন বল্লালসেন কৌলীন্য মর্য্যাদা অবধারণ করেন তখন পীতাম্বর লাহিড়ীর পরলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। সুতরাং তাঁহার পুত্রত্রয় সাধু, লোকনাথ ও রুদ্র অনুমান ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। সাধু

এবং রুদ্র বাগছী গ্রামে বাস করায় তাঁহাদের সাধু এবং রুদ্র আখ্যাত গাঞি হয়।

সাধু বাগছীর বংশধরগণের সমাজ ধামসার। তাহা মাণিকগঞ্জ সবডিভিসনের পশ্চিমোত্তর তেরশ্রীর নিকটবর্ত্তী ধামসার। আদি গাঞি ওঝা রাজার নিকট হইতে ধামসার গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।—

"গুলফোৎ ফুল্লাস্য পদ্মে স্ফুরতি সচকিতং—বেদ বেদাঙ্গ বাণী।
মানী কোদণ্ড পাণিঃ পবনগতি হয়ঃ কৌঙ্কিকোষ্ণীষ মৌলিঃ॥
কণ্ঠে শ্রী শৈলচক্রং মলয়জ তিলকৈরেতি কোলাঞ্চ দেশাং
সাক্ষান্নারায়ণ শ্রীঃ সনিজ পরিকরে ভট্টনারায়ণোঽহয়ং॥
রাজা শ্রী ধর্ম্মপালঃ সুখ সুরধুনী তীরদেশে বিধাতুং।
নাম্নাদি গাঞি বিপ্রং গুণযুত তণয়ং ভট্টনারায়ণস্য॥
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকল করজৈতে ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুর সদৃশং প্রাসাদং পুণ্য কামঃ॥
শাণ্ডিল্য গোত্র জাতানাং বারেন্দ্র হসৌ দ্বিজন নমানাং
আদি স্ততো জয়মনির ভট্টোযজ্ঞেতু নন্দনৈঃ॥"

এই বৃহৎ ধামসার গ্রাম এখনও আছে, এবং এই গ্রামটী নদীর চড়াতে স্থাপিত বলিয়াই হউক কিম্বা খুব সম্ভব নদীগর্ভে-গৃহনাশ হেতু অথবা গঙ্গাবাস, কিম্বা বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে ইহার

পরবর্ত্তী বংশধরগণ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কাশিমবাজারে আসিয়া বসবাস করেন।

উক্ত ধামসার গ্রামে সাধু বাগছীর পরবর্ত্তী অন্যতম বংশধর বলাই এর পুত্র সিয়াই ও ধিয়াই (ধঞ্চি) এবং বামনের নাম পাওয়া যায়। ধিয়াই বা ধেঞ্চি বাগছি সাধু কুলে অতি তেজস্বী ও বিদ্বান এবং বিনয়াচার তপ প্রভৃতি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান মহাপুরুষ ছিলেন। বামনের বংশধরগণ বর্ত্তমানে পুঁটিয়ার জমিদার।

সিয়াইর সমাজ কড়কড়া, ধিয়াইর সমাজ ধামসার, আছ-মিশ্রের সমাজ রৌহা। রৌহার ভট্টাচার্য্যগণ আছমিশ্রের সন্তান।

ধেঞ্চি বাগছীর পর হইতে অনুমান পাচ পুরুষের নামের তালিকা কীটদষ্ট হওয়াতে নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধর রাধানাথ বাগছী ও তস্য পৌত্র রামগোপাল বাগছী মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কাশিমবাজারে বসবাস করেন।

উক্ত রামগোপাল বাগছীকে ভাউটীয়া নিবাসী মহেশচন্দ্র বিশ্বাস স্বীয় কন্যাদান করতঃ নিজগ্রামে স্থাপন করেন। মহেশচন্দ্রের বংশধরগণ বর্ত্তমানে সাহাবাজপুরে বাস করিতেছেন। (অধুনা শ্রীযুক্ত শরদিন্দু ও শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ এই বংশে বিবাহ করিয়াছেন)। রামগোপাল বাগছীর পৌত্র

নন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রথম "চক্রবর্ত্তী" আখ্যার প্রবর্ত্তনকারী। এই সময় বিশ্বাস বংশ খুব সম্ভব ডাউটীয়া গ্রাম পরিত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণ সংখ্যার ন্যূনতাবশতঃ এই চক্রবর্ত্তী আখ্যা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু নন্দরাম এবং তৎপুত্র উদয়নারায়ণ যে ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর প্রভৃতি প্রাপ্ত হন, তাহাতে শর্ম্মা উপাধি আছে। লাড়ুগ্রামের ভৌমিক বংশীয়া কন্যা বিজয়া দেব্যাকে উক্ত নন্দরাম চক্রবর্ত্তী বিবাহ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয় নারায়ণের সহিত ধামড়াই নিবাসী বৃন্দাবন অধিকারীর কন্যা, এবং ডেঙ্গড় অধিকারীর ভগ্নী গঙ্গা দেব্যার বিবাহ হয়। উহাদের সর্ব্ব সমেত নয়টী সন্তান জন্মে।

উদয় নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফকিরচন্দ্র (রাধা মোহন) ন'খণ্ডা নিবাসী বৃন্দাবন ভৌমিকের কন্যা ভৈরবী দেবীকে বিবাহ করেন। নদীভঙ্গে তিনি ১৩০ বৎসর পূর্ব্বে মাইজ থাঁড়া গ্রামে বসতি করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরানন্দ দিনাজপুরের দারোগা ছিলেন, ইনিই প্রথম সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। ধামড়াই নিবাসী কির্ত্তী নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের দুইটী পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠ হরসুন্দর, কনিষ্ঠ শ্যামসুন্দর। হরসুন্দর মুন্সেফ ছিলেন। বাইশ বৎসর পেন্সন ভোগ করিয়া আশী বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। ইনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মাইজথাঁড়া

পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা বসুর বাজার লেনে বসতি করেন। ইঁহার পুত্র হেমচন্দ্র এম-এ বি এল, ডাক্তার শ্রীশচন্দ্র, নীরদচন্দ্র পত্নী উষাবালা, ক্ষিতীশচন্দ্র ও কন্যা কুমুদিনী পতি রায় বাহাদুর নবকৃষ্ণ ভাদুরী হেডমাষ্টার। কনিষ্ঠ শ্যামসুন্দর পুলিশ ইনস্পেক্টর ছিলেন, ইনিও মাইজখাড়া পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা পটারী রোডে বাস করেন। ইনি সেতুপাড়া নিবাসী দুর্গামোহন রায়ের কন্যা কালী সুন্দরীকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের পুত্র শরদিন্দু এম, এ, বি, এল, পুর্ণেন্দু B. A. B. E. জ্ঞানেন্দু L. M. S. সুরেন্দ্র M. A যতীন্দ্র বি-এ ও দুইটী কন্যা সরোজিনী ও সন্তোষিণী জন্ম গ্রহণ করে। যতীন্দ্রের কন্যা কমলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, এম. এ. পর্য্যন্ত প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে ও সুসঙ্গের শ্রীমান সুধীন্দ্রনারায়ন সিংহের সঙ্গে বিবাহ হয়।

ফকিরচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রনাথ রামজগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর কন্যা উমাসুন্দরীকে বিবাহ করেন ও তাঁহাদের যথাক্রমে চারিটী পুত্র, ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র, উকীল শরৎচন্দ্র, ললিতচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্র ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল এবং দুইটী কন্যা জ্ঞানদাসুন্দরী ও ক্ষীরোদা জন্ম গ্রহণ করে। ঢাকা চকমিরপুর নিবাসী শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তীর সহিত জ্ঞানদার ও ক্ষীরোদার তেওতায় বিবাহ হয়।

জ্যেষ্ঠ কৈলাসচন্দ্র কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়িতে

আসিয়া ১২৮৫ সনে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে মুগ্ধ হন ও পরে ব্রাহ্ম হন। ৺হরানন্দ চক্রবর্ত্তী নিজ পুত্রগণ অপেক্ষাও ছোট ভাইয়ের পুত্রগণকে অধিক ভালবাসিতেন সেইজন্য জ্যেষ্ঠ পুত্র মুন্সেফ হরসুন্দরকে কালীবাড়ী নিয়ে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন—"আমার ভ্রাতার পুত্রগণকে লেখাপড়া শেখাবে।" তিনি সেই অঙ্গীকার পুর্ণমাত্রায় পালন করেন। এবং সকলকেই লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে দেন। কৈলাসচন্দ্র ঠাকুরমার রোদনের ভয়ে ভীত হইয়া দীর্ঘকাল পৈতা রাখিয়াছিলেন শেষে ব্রজেনবাবু নদীগর্ভে নিক্ষেপ করেন। শ্রীবৃন্দাবনের মোহান্ত সন্তদাস মহারাজ, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, নাভা রাজ্যের চিফ মিনিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সেন ইনি ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কৈলাসচন্দ্রের সঙ্গে শান্তিপুর আসিবার সময় ষ্টীমারে তাঁহার পৈতা নদীতে নিক্ষেপ করেন সেই সময় হইতে কৈলাসচন্দ্র ব্রাহ্মমতেই চলেন। কুমিল্লার শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম-এ প্রভৃতি ইহার আবাল্য বন্ধু ছিলেন। কৈলাসচন্দ্র শ্রীহট্টেই চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তিনি অতি সরল ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, নিয়মিত ব্রহ্মোপসনাতেও তাহার বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। ইনি স্বর্গীয় বাঘআঁচড়া নিবাসী ও শান্তিপুর প্রবাসী প্রাণনাথ মল্লিকের কন্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। ইহার পুত্রগণ প্রফুল্লকৃষ্ণ, সুধাকৃষ্ণ, মুকুন্দকৃষ্ণ ও গোপীকৃষ্ণ বর্ত্তমানে

শান্তিপুরে বাস করিতেছেন। চন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র শরৎচন্দ্রের একমাত্র পুত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র আসাম গোলাঘাটে বাস করিতেছেন।

১২৬২ সালের আশ্বিন মাসে ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার নিকটবর্ত্তী মাইজখাড়া গ্রামে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে কৈলাসচন্দ্র বাগছী জন্ম গ্রহণ করেন। মাতুলালয়ে বসবাস জন্য ইঁহারা চক্রবর্ত্তী উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইঁহারা ধামসরের সাধু বাগছীর সন্তান।

পিতা চন্দ্রনাথ বাগছী অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। অতিথি সেবা, মাতৃসেবা, জপ পূজাদিতে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকিতেন। শুনিয়াছি নারায়ণ ইঁহার সহিত কথা বলিতেন। মৃত্যুর সময় কহিলেন, "আমি এখন যাইব আমাকে অন্য লোক যেন স্পর্শ না করে, এখন গায়ত্রী জপ করিব" এই বলিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে স্বধামে চলিয়া গেলেন।

একবার ধলেশ্বরী নদী বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া নিতেছেন, জিনিস পত্র অনেক, এবাড়ী ও বাড়ী রাখা হইয়াছে। বাড়ীর পার্শ্বে একটি বৃহৎ বিল্ববৃক্ষ ছিল, ধলেশ্বরীর উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহে বিল্ববৃক্ষ ভাঙ্গিয়া লইয়া গেলেন। তিনি নিজের ঘরে খাটে শয়ন করিয়া আছেন, একটা জাত সাপ খাটের পায়াতে জড়াইয়া রহিয়াছে, বাড়ীর লোকেরা দেখিল। সকলে সাপটাকে তাড়াইতে ব্যস্ত হইল, তিনি বলিলেন,

"থাক বিপদে পড়িয়া আসিয়াছে, কিছু অনিষ্ট করিবে না" প্রাতে দেখা গেল সাপ চলিয়া গিয়াছে।

বাড়ীর নারায়ণকে জ্ঞাতিরা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। নারায়ণ স্বপ্নে তাঁহাকে বলিলেন, "আমি এখানে আছি, আমাকে লইয়া যাও।" তখন সেখান হইতে লইয়া আসিলেন।

একদিন বাড়ীতে কুটুম্ব আসিল। বাড়ীর মেয়েরা চিড়া কুটিয়া নারকেল দিয়া তাঁহাদের জল খাইতে দিলেন। রাত্রিতে স্বপ্নে নারায়ণ বলিলেন, তোমরা নূতন চিড়া নারকোল খেলে আমায় তো দিলে না। আবার নূতন চিড়া করিয়া নারায়ণকে দেওয়া হইল।

ইঁহারা দুই ভাই ছিলেন, বড় ভাই দারোগা ছিলেন। ছোট চন্দ্রনাথ বাড়ীতে থাকিয়া সংসার দেখিতেন। বাড়ীতে প্রতিদিন অতিথি সেবা, পূজা, পার্ব্বণ, বালকদের শিক্ষা, নারায়ণ সেবা, দোল দুর্গাপূজা এ সকল ছিল। বড় ভাই বাড়ী আসিলে মা বড় মাছের মুড়া বড়ছেলের পাতে দিতেন। বড় ভাই বলিতেন, মা চন্দ্রনাথ বাড়ী থেকেও আমা অপেক্ষা বেশী কাজ করিয়া থাকে।" এই কথা বলিয়া নিজে একটু ভাজিয়া রাখিয়া মুড়াটী ছোট ভাইয়ের পাতে তুলিয়া দিতেন। শুনেছি ইঁহাদের পিতামহ ফকিরের ঔষধ খেয়ে জন্মিয়াছিলেন।

একদিন একটি ফকির বাড়ীতে ভিক্ষা লইতে আসিলে

প্রপিতামহী ভিক্ষা দিতে গেলেন। ফকির জিজ্ঞাসা করিলেন মা তোমার সন্তান কি? তাহাতে তিনি কহিলেন, বাবা আমার সন্তান হয় নাই। ফকির বলিলেন, "আমি নিষ্ফলা লোকের ভিক্ষা নি না।" বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি দুঃখিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহাতে ফকিরের মনে দয়া ও দুঃখ হইল। তিনি ফিরিয়া আসিয়া একটী শিকড় দিলেন, বলিলেন, "এই শিকড় স্নান করিয়া বাটীয়া খাইও, কালো লম্বা ছেলে হইবে নাম রাখিও ফকির। ফকির বড় দয়ালু হইবে। সেই অবধি এই বংশ ফকির চক্রবর্ত্তীর বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ফকির বড় দয়ালু হইয়াছিলেন। লোকের দুঃখ কষ্ট সহিতে পারিতেন না। গৃহস্থ লোকে কষ্টে পড়িয়া কোন দ্রব্য কম দামে বিক্রয় করিতে আনিলে তিনি ডবল দামে কিনিতেন। গরীব লোকেরা পয়সা অভাবে চাল ছাইতে পারছে না জল বৃষ্টিতে কষ্ট পাইতেছে তিনি একটা ওজর করিয়া বাহিরের ঘরের চাল নামাইতেন ও লোকদের বলিতেন তোমরা এই সকল খড় লইয়া চাল ছাও। তাঁহার ঘর নূতন খড় দিয়া ছাওয়া হইত। বাড়ীতে কোন ভদ্রলোক আসিলে আসন দেওয়া হইত, নিম্ন শ্রেণীর লোক হইলে পিড়ি বসিতে দিতেন। শ্রীযুক্ত ·চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র কৈলাসচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র, ললিতচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র। বড় ভাইয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হরসুন্দর মুন্সেফ ছিলেন ও শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর পুলিশ

ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন। শ্রীযুক্ত হরসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র শ্রীশচন্দ্রের বিবাহও শান্তিপুরের অদ্বৈতপ্রভুর বংশধর বড় গোস্বামীদের বাড়ীর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের কন্যা পঙ্কোজিনীর সহিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত হরসুন্দর চক্রবর্ত্তী ইঁহারা শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, শান্তিপুরের লোকেরা ইঁহাদের খুব যত্ন আদর করিয়াছিলেন।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বড় ছেলে শরদিন্দু এম এ, বি-এল, পূর্ণেন্দু ইঞ্জিনীয়ার, জ্ঞানেন্দু কলিকাতা কর্পোরেশনের ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার, সুরেন্দ্রনাথ এম-এ, কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সেক্রেটারী এবং যতীন্দ্রনাথ সরকারীবৃত্তিতে ইউরোপে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আসামের ডিরেক্টার অব এগ্রিকালচার, শ্রীমানদের পুত্রেরাও বড় বড় উপাধিধারী ও নানা বিভাগে পদস্থ কর্ম্মচারী। শ্রীমানেরা সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ।

শান্তিপুর

এই আমাদের অতীতের মহিমাময় শান্তিপুর।
এথা অদ্বৈত গৌর-নিতায়ের ভক্তি-রজে হয়েছিল পরিপুর ॥
হেথা হতে নদীয়ায় ভক্তিস্রোত বয়েছিল নিরন্তর।
এখনও তা স্মৃতি-পটে রয়েছে মধুর ॥
'এথায় শান্তমুনি করিতেন ভগবৎ সাধনা।
এখনও বাবলায় রয়েছে তার নিশানা ॥

ব্রাহ্ম সমাজের আদিচিত্র ও পরলোকতত্ত্ব

গঙ্গাতটে শ্রীঅদ্বৈতের ব্যথিত হুঙ্কার।
আজও অম্বরে উঠিছে সে ঝঙ্কার॥
তামসী আঁধার ঘুচায়ে আনন্দ দীপ জ্বালাতে।
স্বর্গের দেবতা মুরতি, সুন্দর, জগৎ মাঝেতে॥
দেবতার বীণার মধুর তান ভুবন মাঝে।
নিরাশ প্রাণে আশার আলো জ্বালে॥
সিক্ত হলো বিশ্ব দেবতার মধুর বোলে:।
সকল ছেড়ে ধায় দেবতার পিছে আপন ভুলে॥
দয়াল ঠাকুর গৌরাঙ্গ প্রীতি-ডোরে।
আচণ্ডাল সকলকে টেনে নেন হৃদি 'পরে॥
শান্তিপুরে সুরধুনী তীরে হরি বলে কে গায়।
ঐ আমাদের নিতাই গৌউর হরিনাম বিলাতে বিলাতে যায়॥
হৃদয় আলো, জগৎ আলো, প্রীতির ঠাকুর।
জ্বালো, জ্বালো, আনন্দদীপ হোক্ হৃদি পরিপুর॥
তোমার ও পরশে দূরে যাক্ হৃদয়ও তিমির।
মনের তাপ ঘুচে যাক্ স্নিগ্ধ হোক হৃদি কন্দর॥
তোমার সৌরভে অমল ধবল বেশে।
থাকি মুগ্ধ হয়ে তোমা৲ সিন্ধু নীরে ভেসে॥
করিতেছি প্রার্থনা, পুরাও বাসনা তুমি।
ভক্তি ভরে তোমার শ্রীচরণে প্রণমি॥

শ্রীযুৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

কবিতা

"যাত্রা করি জ্যোতির্ময়ী করুণার পথে
শিরে ধরি সত্যের আদেশ।
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে ল'য়ে প্রেমের আলোক,
আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক।"
"সমুদয় মানবের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর।

* * *

তোমার সৌন্দর্য্যে হোক্ মানব সুন্দর
প্রেমে তব বিশ্ব হোক্ আলো।
তোমারে হেরিয়া যেন মুগ্ধ অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভালো।

সমাপ্ত

কেদার-বদ্রী ভ্রমণ-কাহিনী

৭০ বৎসরের বৃদ্ধা মহিলা শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী কেদার-বদরী ভ্রমণ করিয়া অতি সরল ভাষায় এই ভ্রমণ কাহিনী লিখিয়াছেন। বহুজ্ঞাতব্য ঘটনাসহ লিখিত। বহু খুঁটিনাটি বিবরণ সহ এরূপ ভ্রমণকাহিনী অবশ্য পাঠ্য। ছাপা কাগজ সবই খুব সুন্দর। দাম খুবই সস্তা ৷৶০ আনা মাত্র।

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন :—সাদাসিদা সোজা ভাষায় লেখা এই ভ্রমণ-কাহিনী কোন সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের দাবী করিতে পারে না বটে, তবে ইহার ভিতর লেখিকার আন্তরিক সারল্য ও ধর্মভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা উপভোগ্য। স্থানে স্থানে বর্ণনার মাধুর্য্য দেখা যায়—লেখিকার প্রকাশ ভঙ্গীও মোটের উপর বেশ প্রশংসনীয়। বইখানি পড়িয়া গৃহস্থ মহিলারা আনন্দ পাইবেন আশা করা যায়। ৩রা ফাল্গুন ১৩৪২।

প্রবাসী বলেন :—ভক্তিমতী তীর্থযাত্রিণীর সরল ভ্রমণকাহিনী। প্রবাসী চৈত্র ১৩৪২।

নেপালের পথ—।৶০

শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস বলেন—

বৈশাখী উষা। সাল ১২৮৯। নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া সবেমাত্র বৈঠকখানায় বসিয়াছি। সন্নিকটে গাঙ্গুলী বাড়ীতে :—

রাধেকৃষ্ণ প্রাণধন মোর
যুগলকিশোর—"

এই উষাকীর্ত্তনের সুর তখনও মিলাইয়া যায় নাই। এমন সময় একজন প্রবীণ ভদ্রলোক আমার হাতে চারিটাকা দর্শনী আগাম দিয়া বলিলেন, গৌরচন্দ্র মুনসেফ মহাশয়কে এখনই দেখিতে হইবে। মুন্সেফ মহাশয় জমিদার ও ধনী। শুনিলাম তিনি কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাধীন। তাঁহারা এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইবার জন্য ব্যস্ত।

ডাক্তার মহাশয়ের সেই সময়ে খুব প্রতিপত্তি। শুনিলাম যেদিন আমি মুন্সেফ মহাশয়ের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছি সেইদিনই তিনি শান্তিপুরাভিমুখে গমন করিয়াছেন। কিছুদিন পরে ফিরিলেন নববধূ সঙ্গে লইয়া। বধূ আমার বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া আমার স্ত্রীর সঙ্গে সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, যেন দুই সহোদরা ভগ্নী। সকলেই তাঁহার সরলতার প্রশংসা করিতেন। মনটী যেন খুলিবার প্রকোষ্ঠ। যে কেহ তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতেন ঐ প্রকোষ্ঠের অন্তর্গত সমুদয় পদার্থ দেখিয়া ফেলিতেন।

আমাদের সাপ্তাহিক উপাসনায় কৈলাসবাবু প্রতিদিন যোগদান করিতেন। উপাসনার পর বসিত প্রেতাত্মাচক্র। আমার স্ত্রী ছিলেন মধ্যবর্ত্তী বা মিডিয়ম। আবিষ্ট অবস্থায় তিনি যে সমুদয় সঙ্গীত বা উপদেশ রচনা করিতেন তাহা কখনো আমি লিখিতাম কখনো তিনি লিখিয়া রাখিতেন। আমার স্ত্রী সঙ্গীত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সুরের একটা আভাস দিতেন ছন্দের সঙ্গে। সেই সুরের তানলয় সহকারে যখন গান করিতাম, কৈলাসবাবু এবং আমি যে আনন্দ অনুভব করিতাম তাহার তুলনা নাই।

সে সময়ে আমরা তিনজন "আনুষ্ঠানিক" ব্রাহ্ম ছিলাম। কৈলাসবাবুর চন্দ্রকুমার বাবুর এবং আমার পরিবার। আমি যখন চন্দ্রকুমারবাবুর সঙ্গে পলাইয়া কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়াছিলাম, আমার প্রবলপ্রতাপশালী ভ্রাতা স্বর্গীয় সীতামোহন দাস রায় বাহাদুর কৈলাসবাবুর উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহাতে কৈলাসবাবু বিচলিত হন নাই।

পরে তিনি যখন নবহিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার উপাধি হইল বাগচী। পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী নিষ্ঠার সহে স্বামীর অনুসরণ করিলেন। তিনি যে সাহিত্যানুরাগিণী ছিলেন তাহা আমি জানিতাম না।

"কেদার-বদরী ভ্রমণ" এবং "নেপালের পথে" গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্গম তীর্থপথে যে কষ্ট ও বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া নির্ভয়ে তিনি চলিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হয় এই কষ্ট স্বীকার করিবার শক্তি একমাত্র নিষ্ঠাবতী হিন্দুরমণীতেই সম্ভব।

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন—প্রবীণা মহিলার লিখিত দুর্গম নেপাল ভ্রমণের কাহিনী। পুস্তিকাটি ক্ষুদ্র হইলেও চিত্তাকর্ষক। রবিবার ১০ই শ্রাবণ ১৩৪৩

প্রবাসী বলেন—রক্সৌল হইতে পশুপতিনাথ পর্য্যন্ত লেখিকা কিভাবে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন, পুস্তকে তাহার বর্ণনা আছে। যাঁহারা নেপাল যাইতে ইচ্ছুক, পুস্তকখানি তাঁহাদের উপকারে লাগিতে পারে। প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৪৩

ব্রজবিদেহী মহন্ত

শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস মহারাজের জীবন-স্মৃতি

শ্রীমত্যারাজলক্ষ্মী দেব্যা লিখিত। (সচিত্র) ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস লিখিত, সুদীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি মহারাজজীর জীবনের অপ্রকাশিত ঘটনাবলী অবলম্বনে লিখিত। যাহা অপরের জানিবার উপায় নাই। লেখিকা মহারাজজীর গুরুভগিনী এবং পারিবারিক সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধা সেজন্য মহারাজজীর জীবনের এ অংশ তাঁহার পক্ষে লেখা সম্ভব হইয়াছে। দাম ।৹ আট আনা।

দুইখানি অভিমত

নদীয়া জেলার গয়েশপুরের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—আপনার "নেপালের পথ" আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। ইহার প্রাঞ্জল ভাষা ও ধর্ম্মভাব সত্যই মুগ্ধকর! নেপালের ৺পশুপতিনাথ তীর্থ দর্শনার্থী যাত্রীদের পক্ষে এই বইখানি বড়ই প্রয়োজনীয়। পথ সম্বন্ধে লেখিকার নিজ অভিজ্ঞতা পাঠক-যাত্রীদের সাবধান করিয়া দিতে।

এই প্রবীণ বয়সে আপনার এ উদ্যম প্রশংসনীয়। আমার মনে হয় আপনার ধর্ম্ম-প্রবণতা এ উদ্যমের উৎস। সুদূর বিদেশে কষ্টকর পথেও আপনার মত সহযাত্রী পাইয়া সর্ব্বদা নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। ইতি সন ১৩৪৩ সাল ২৫শে জ্যৈষ্ঠ

১

২

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীশ্রীজগজ্জননী
জয়তু

বেণীমাধব উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়
সিউড়ী বীরভূম।
(১৯৩৬—১৮ই নভেম্বর)

শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী দেব্যা প্রণীত স্বামী সন্তদাস মহারাজের জীবন-স্মৃতি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। মহাপুরুষের জীবন-চরিত বাস্তবিকই আনন্দের উৎস। এই মহাপুরুষ সন্তদাস মহারাজ চিত্তে, বাক্যে ও কর্ম্মে যে ত্যাগের মহিমাময় দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তদ্দর্শনে সকলকেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়—চিত্ত আনন্দে পূর্ণ হয়। ভক্তের জীবন-চরিত শ্রীভগবানের লীলাবর্ণনার সমতুল্য।

বর্ষীয়সী মহিলা শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী দেবী এই ত্যাগী মহাপুরুষের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধা হইয়া এবং তাঁহার জীবন-স্মৃতি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া ধন্যা হইয়াছেন। আমি এই গ্রন্থের বহুলপ্রচার কামনা করি।

শ্রীসরোজাক্ষ চক্রবর্ত্তী
কাব্য পুরাণতীর্থ বি-এ, বি-টি, পুরাণরত্ন
সহঃপ্রধান শিক্ষক।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা